আখ্যানমঞ্জরী

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

INSTRUCTIVE STORIES

IN BENGALI

BY

ISWARACHANDRA VIDYASAGARA.

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র
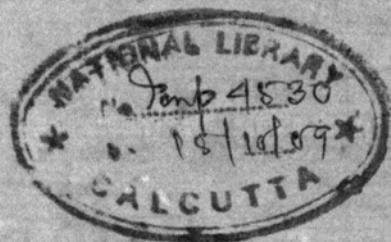
সংবৎ ১৯২০।

বিজ্ঞাপন।

আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিদংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০। ১লা অগ্রহায়ণ।

আখ্যানমঞ্জরী।

রাজকীয় বদান্যতা।

এক দিন অপরাহ্নসময়ে, ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ একাকী রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুই দীন বালক সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিত না, সামান্য ধনবান্ মনুষ্য জ্ঞানে, তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয়, আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইয়াছে, সমস্ত দিন আহার পাই নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে জর্জের অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার

হইল। তখন তিনি, তাহাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন। এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা কহিল, মহাশয়, আমরা অত্যন্ত দীন; কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন, পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া, আজি তিন দিন হইল, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তিনি মৃত পতিত আছেন, অর্থাভাবে এপর্য্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন, তিনিও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন, অর্থাভাবে তাঁহারও চিকিৎসা হইতেছে না; যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

সেই দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন, এবং কহিলেন, তোমরা বাটী চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্গে যাহা ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন, সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজ-

মহিষীকে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করাইলেন, এবং অবিলম্বে, সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত, প্রভূত আহার-সামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন, আর তাহাদের ম্রিয়মাণ পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, এক জন উত্তম চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপ রাজকীয় সাহায্য লাভ করিয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতি এত সদয় হইয়াছিলেন, যে তাহাদের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তাহাদের অনায়াসে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহের, এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার, বিশিষ্টরূপ উপায় করিয়া দিলেন।

বর্ব্বর জাতির সৌজন্য।

আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন, পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত হইয়া, এক সন্নিহিত ইয়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল; অনন্তর, গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া, আপন অবস্থা জানাইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার

দিয়া আমা[illegible] প্রাণ রক্ষা করুন। ইয়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া কোপ প্রকাশ কা[illegible] কহিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা, আমি তোর জ[illegible] আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে কহিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণ-বিয়োগ হইতেছে, আহারার্থে কিছু না দেন, অন্ততঃ এক গ্লাস জল দিয়া আমায় প্রাণ দান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, ইয়ুরোপীয় কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোকে কিছুই দিব না। তখন সে, নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে, ঐ ইয়ুরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে, অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না; বয়স্যগণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর, তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল; বিশেষতঃ, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে, এই অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষা বিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে,

সূচী।

সংশোধনী।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
এ প্রত্যহ অবাধে	এ প্রত্যহ	১০	৩
হ্রদ্ধার	তাহার	১৭	২২
হঁহা	ইঁহা	২৭	১৪
হইয়াছিল	হইয়া ছিল	৩৫	১৩
অপভাষ	অপভাষা	৫৭	২৭
পিনেশে	পিনেসে	৬৬	১৫
নবণময়	লবণময়	৬৭	৫
হইল	হইতে লাগিল	৬৭	১৩
চরণ	চরণে	৭০	৮
লোকদিগকে মুক্ত কণ্ঠে	লোকদিগকে	৭২	১৯
আছেন	আছে	১১০	৭

ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। দৈবযোগে অনতিদূরে আমেরিকার আদিম নিবাসী এক ব্যক্তির পর্ণশালা নয়ন-গোচর হইল। তদ্দর্শনে আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বর গমনে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, কুটীরস্বামীকে কহিলেন, তুমি আমাকে আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, সে ব্যক্তি কহিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে, আপনি কোন ক্রমেই এ রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না; আজি আমার কুটীরে অবস্থিতি করুন, কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব; আর আমার যা কিছু আছে আপনকার পরিচর্য্যায় সমর্পিত হইবেক। ইয়ুরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি সেই কুটীরে অবস্থিতি করিলেন; কুটীরস্বামী সাধ্যানুসারে তাঁহার আহার ও শয়নের সমবধান করিয়া দিল। রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি ইয়ুরোপীয়ের সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরুদ্বেগে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে, আমেরিকার অসভ্য, ইয়ুরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিল, অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে ইয়ুরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন আমায় দেখেন নাই।

তিনি, তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন এবং দেখিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, তাঁহার আলয়ে গিয়া, জলদান দ্বারা প্রাণ দান প্রার্থনা করিয়াছিল, অথচ তিনি তদীয় প্রার্থনা পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া, তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি, হতবুদ্ধি হইয়া, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং কি বলিয়া পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি, স্বীয় ও স্বজাতীয় সৌজন্যপ্রদর্শননিবন্ধন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া, কহিল, মহাশয়, আমরা বহু কালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া কত অভিমান করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আপনকার নিকট উপস্থিত হইবেক, অতঃপর তাহাকে উপযুক্তরূপ আহারাদি প্রদান করিবেন, তাহা না করিয়া, তেমন সময়ে অবমাননা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

মাতৃভক্তি।

রোম নগরের কোন সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্ত্তারা, প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিয়া, তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন; এবং কারাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক স্থানে এই স্ত্রীলোকের প্রাণবধ করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কর্ম্ম সমাধা না করিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, সর্ব্বসাধারণসমক্ষে, বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা স্ত্রীর প্রাণবধ করিলে, তাহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবেক; তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই অনাহারে তাহার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি ঐ স্ত্রীলোককে অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পর দিন, তাহার কন্যা আসিয়া কারাধ্যক্ষের নিকট মাতৃসন্নিধানে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোন প্রকার আহারসামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা তদবধি প্রতিদিন মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই কন্যা অদ্যাপি ইহার

জননীকে দেখিতে আইসে ইহার তাৎপর্য্য কি, সে অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারে না; কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলেই বা, এ প্রত্যহ অবাধে তাহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া, তিনি সে কোন প্রকার আহার পায় কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার আহারপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, এই কন্যা অবশ্যই স্বীয় জননীর নিমিত্ত কোন প্রকার আহার লইয়া যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময় ঐ কন্যা আপন জননীর নিকটে যাইবেক, তখন প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত হইয়া সমুদায় প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিব।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা যথানিয়মে, কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, নিজজননীসন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা জননীকে স্তন্য পান করাইতেছে। তিনি, তদীয় মাতৃস্নেহের ঈদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এবং কারাবরুদ্ধা কামিনী কি রূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছে, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর, তিনি এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার সমস্ত বিবরণ বিচারকর্ত্তাদিগের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও

বুদ্ধিকৌশলের অশেষবিধ প্রশংসা করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া, কারাবরুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্তা হইলেন এরূপ নহে, কন্যার মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, যাবজ্জীবন তাহাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহার্থে, সাধারণ ধনাগার হইতে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বিচারকর্ত্তারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, যে স্থলে এই অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল তদুপরি, সর্ব্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশ স্বরূপ, এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভ্রাতৃবিরোধ।

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করিয়া, সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও বিলক্ষণ সঙ্গতি করেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি, অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বারা উভয়কে যথাযোগ্য বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহার এক উদ্যান ছিল, অনবধানবশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে, বিনিয়োগপত্রানুসারে, প্রত্যেকে পৈতৃক বিষয়ের যে অংশ পাইয়াছিল, সুশীল, সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তদ্দ্বারা সুখে, সচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না; বিনিয়োগপত্রে পরিত্যক্ত অবিভক্ত উদ্যান লইয়া, পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। সেই উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভজনকতা উভয় ধর্ম্মই বিলক্ষণ ছিল, এজন্য উভয়েরই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভের সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েরই অন্তঃকরণে তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। বিষয়লোভ মনুষ্যের কি বিষম শত্রু! স্বভাবসিদ্ধ ভ্রাতৃস্নেহ ও তন্নিবন্ধন সৌহার্দ্দগুণ তাহাদের হৃদয় হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিয়া, প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জনের বিস্তর চেষ্টা ও যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে উভয়েই কহিল, সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি এই উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের উভয়েরই ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ নিরস্ত হইলেন। তাহাদের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ভদ্র ব্যক্তি, উভয়কে ডাকাইয়া, অশেষ প্রকারে

বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ বল, যেমন উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী। অতএব আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, এই উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলেও, বিচারকর্ত্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, এক জনকে এক বারে বঞ্চনা করিয়া, অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ করিবেন না; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থ অর্থ ব্যয় হইবেক এই মাত্র; আর হয়ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, সামঞ্জস্য করিয়া, উদ্যানের বিভাগ করিয়া দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠ কহিল, আপনি আমাদের পরমাত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি, আপনকার উপদেশবাক্য শ্রবণ ও আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু অংশ করিয়া লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান এক বারে হতশ্রী হইয়া যায়; অতএব আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, ও ন্যায্য মূল্য লইয়া আমাকে সমুদায় উদ্যান ছাড়িয়া দেউক। কনিষ্ঠও শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐরূপ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেকপ্রকার কৌশল করিলেন, কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশ গ্রহণে, অথবা

মূল্য গ্রহ. পূর্ব্বক অংশ পরিত্যাগে, সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি, যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, এখন তোমরা, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে; কিন্তু পরিশেষে, উভয়কেই এই সকল কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে হইবেক; আমি যেরূপ দেখিতেছি, উভয়েই ত্বরায় উচ্ছন্ন হইবে; কেন তোমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না।

অনন্তর, উভয়েই কর্ত্তব্যনিরূপণ নিমিত্ত এক এক উকীলের নিকট গমন করিল, এবং তথায় অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। পরস্পরকে জব্দ করা উভয়ের এমন প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল, যে তাহারা, কোন একটা উপলক্ষ ঘটাইয়া, পরস্পরের নামে বিচারালয়ে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয়, অপর স্থানে কনিষ্ঠের জয়, এই রূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া, উভয়েই অবিচলিত চিত্তে ও নিরতিশয় উৎসাহসহকারে মোকদ্দমা চালাইল। অবশেষে সর্ব্বশেষ বিচারালয়ে সমাংশব্যবস্থা অবধারিত হইল। সুতরাং উভয়কেই অগত্যা সেই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমার ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে; কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক, যে অধিক দিন তাহাতে লিপ্ত

থাকিলে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের হস্তে যে নগদ টাকা ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইলে, টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, উভয়কেই ভূমি-সম্পত্তিরও কিয়দংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়দংশ বন্ধক রাখিতে হয়। যে উদ্যানের নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও, দীর্ঘ কাল একান্ত উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়েরই এত ঋণ হইয়াছিল যে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও তাহার পরিশোধ হইয়া উঠিল না। অবশেষে, উত্তমর্ণেরা তাহাদের নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। ঋণ সপ্রমাণ হইল। কিন্তু তখন তাহাদের ঋণ পরিশোধের কোন উপায় ছিল না; সুতরাং বিচারকর্ত্তা উভয়ের পক্ষেই কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন।

উভয়েই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণ ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই বিবাদে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে কারাগারে প্রবেশ করিল।

নিঃস্বতা ও নিস্পৃহতা ।

ইংলণ্ডদেশীয় ডিউক অব মন্টেগু অত্যন্ত দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুঃখবিমোচনের নিমিত্ত, সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন বেশে ভ্রমণ করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে, তিনি ঐ অভিসন্ধিতে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন, এবং এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত, এরূপ সময়ে তুমি কি রূপে দিনপাত কর; যদি আবশ্যক থাকে বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা কহিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি সচ্ছন্দে আছি, আমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল নাই; যদি দীন দেখিয়া দয়া করিয়া দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক নিতান্ত অনাথা স্ত্রী আছে, তাহারে সাহায্য দান করুন, অনাহারে তাহার প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে।

বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণমাত্র, ডিউক মহোদয় নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা স্ত্রীকে কিছু দিয়া, পুনরায় বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার আর কোন প্রতিবেশীর অপ্রতুল থাকে, বল। তাঁহার পুনরায় সেই বৃদ্ধার নিকটে আসিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দান করিবেন, এবং আর কাহার অপ্রতুল আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে অব-

শ্যই আপন অবস্থা নিবেদন করিবে। কিন্তু সেই বৃদ্ধা কহিল, হাঁ মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে, সে অত্যন্ত দুঃখী ও অত্যন্ত সৎস্বভাব। ডিউক কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধে, আমি এপর্য্যন্ত তোমার তুল্য নিস্পৃহ ও সাধু-শীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিরক্ত না হও, আমি তোমার নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ করি। তখন বৃদ্ধা কহিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি, কাহার কিছু ধারি না, আর আমার পনর টাকার সংস্থান আছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে তাহার সুশীলতা ও নিস্পৃহতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তোমার যাহা সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দি, বোধ করি তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি আমায় যাহা সাহায্য করিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক; যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় ওরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশ উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহানুভাব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, বৃদ্ধার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবেক, যদি

না কর, আমি যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইব। বৃদ্ধা, তাঁহার দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে কহিল, মহাশয়, অধিক কি বলিব, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, মানুষ নহেন।

অকৃত্রিম প্রণয়।

আল্‌জিয়র্স প্রদেশে দুই ব্যক্তি ইয়ুরোপীয় দৈবঘটনায় দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্পেনদেশীয়, তাহার নাম এন্টোনিয়; অপর ব্যক্তি ফ্রান্সবাসী, তাহার নাম রজর। প্রত্যহ উভয়ে এক স্থানে কর্ম্ম করিত এবং এক স্থানেই আহারাদি ও অবস্থিতি করিত। ক্রমে ক্রমে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় জন্মিলে, নিশ্চিন্ত সময়ে উভয়ে পরস্পর দুঃখের কথা কহিত। এই রূপে পরস্পরের নিকট স্ব স্ব মনোদুঃখ ও দুরবস্থা কীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের দাসত্বনিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ হইত। যাহা হউক, জন্মভূমি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূর দেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। সেই কষ্ট সহ্য করিয়া কালযাপন করা সহজ ব্যাপার নহে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা উভয়ে এক দিন ঐ পথের কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে এন্টোনিয় সহসা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া, সমুদ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সহচরকে কহিল, এই অর্ণবের অপর পারে আমার যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ আছে. প্রতিক্ষণেই আমার বোধ হয় যেন আমি এক এক বার দেখিতে পাইতেছি, যে আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা, সমুদ্রের তীরে আসিয়া, এক দৃষ্টিতে এই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে; আমার ইচ্ছা হয়, সন্তরণ দ্বারা এই জলরাশি অতিক্রম করিয়া, তাহাদের নিকটে যাই। ফলতঃ, সেই দিন অবধি এন্টোনিয় যখন যখন সেই স্থলে কর্ম্ম করিতে যাইত, সেই সময়েই, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, তাহার অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইত।

এক দিন কর্ম্ম করিতে করিতে, এন্টোনিয় ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া রজরকে কহিল, সখে বোধ হয়, এত দিনের পর আমাদের দুঃখের অবসান হইল। রজর কহিল, কি রূপে। এন্টোনিয় কহিল, ঐ দেখ একখান জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে; উহা এখান হইতে দুই তিন ক্রোশের অধিক নহে; এস, আমরা এই পর্ব্বতের উপরি ভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়ি, এবং সাঁতারিয়া গিয়া ঐ জাহাজে উঠি। যদি এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য না

হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা এ রূপে দাসত্ব করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, রজর কহিল, যদি তুমি এই রূপে আপনার পরিত্রাণ করিতে পার, কর, আমি তাহাতে আহ্লাদিত আছি। তবে তোমার সহিত আমার যে প্রণয় জন্মিয়াছে, কলেবরে প্রাণসঞ্চার থাকিতে, সে প্রণয়ের অবসান হইবেক না; সুতরাং তোমার বিরহে আমায় আরও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক। সে যাহা হউক, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি নিরাপদে, এই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে যাইতে পার, আমার পিতার অন্বেষণ করিও, যদি বার্দ্ধক্যে ও পুত্রশোকে অদ্যাপি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে—এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র, এণ্টোনিয় তাহার কথা স্থগিত করিয়া কহিল, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমায় এই অবস্থায় রাখিয়া, একাকী এখান হইতে যাইব, তাহা কখনই হইবেক না; তোমায় আমায় অভেদ-শরীর, হয় দুই জনেই নিস্তার পাইব, নয় দুই জনেই প্রাণত্যাগ করিব।

এণ্টোনিয়ের কথা শুনিয়া রজর কহিল, সখে, তুমি যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু আমি সন্তরণ জানি না, কি রূপে তোমার সঙ্গে এই দুস্তর সলিলরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজে যাইব। এণ্টোনিয় কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইওনা, তুমি আমার কটিবন্ধ ধরিয়া থাকিবে,

আমার শরীরে প্রভূত সামর্থ্য ও সন্তরণে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, আমি অনায়াসে তোমাকে লইয়া জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব। রজর কহিল, এন্টোনিয়, ও কল্পনায় কোন ফলোদয় হইবে না; হয় আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া তোমার কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিব, নয় টানাটানি করিয়া তোমাকেও জলমগ্ন করিব। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই। বলিতে কি তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা শুন, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, আইস তোমায় শেষ আলিঙ্গন করি।

এই বলিয়া রজর অশ্রুপূর্ণ লোচনে এন্টোনিয়কে আলিঙ্গন করিল। তখন এন্টোনিয় কহিল, বয়স্য, রোদন করিতেছ কেন, এ অশ্রুবিসর্জনের সময় নহে। উপায়-চিন্তনে বিরত, অথবা উপস্থিত উপায়ের অবলম্বনে বিমুখ, হইয়া অশ্রুবিসর্জন করা নারীর কর্ম্ম, এরূপ আচরণ করা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। অতএব সাহস অবলম্বন কর, আর বাধা দিও না। যদি আর বিলম্ব কর, উভয়েই মারা পড়িব; পরে আর এরূপ সুযোগ ঘটিবে না। আমি তোমায় শেষ কথা বলিতেছি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

এন্টোনিয়, এই কথা বলিয়া, স্বীয় প্রিয়বয়স্যের প্রত্যু-

ত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া সমুদ্রে ফেলিল, এবং স্বয়ং তাহার অনুবর্ত্তী হইল। রজর, সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র, ভয়ে বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়াছিল; কিন্তু এন্টোনিয় তাহাকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়া, অনেক কষ্টে স্বীয় কটিবন্ধ ধারণে সম্মত করিল; এবং পাছে রজর কটিবন্ধ ছাড়িয়া দেয়, এই আশঙ্কায় ভূয়োভূয়ঃ তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বল পূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া চলিল। এই সময়ে এন্টোনিয় যাদৃশ ঔৎসুক্যসহকারে রজরের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল, বোধ করি, জননীও পুত্রের বিপৎকালে তাদৃশ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন না।

যাহারা জাহাজে ছিল, তাহারা দুই জনের গিরিশিখর হইতে সমুদ্রপতন অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু কি উদ্দেশে উহারা এরূপ অসংসাহসিকের কার্য্য করিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা নানা বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, এক খান নৌকা উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদের উপর দাসবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহারা উহাদের দুই জনকে, এই রূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ধরিবার নিমিত্ত ঐ নৌকা লইয়া আসিতেছিল। রজর সর্ব্বাগ্রে ঐ নৌকা দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, উহা কেবল তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্তই আসিতেছে; আর ইহাও বুঝিতে পারিল,

এন্টোনিয় বহু ক্ষণ বল পূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া, ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তখন সে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিল, প্রিয়বয়স্য এন্টোনিয়, তীর হইতে একখান নৌকা আমাদের অনুসরন করিতেছে; তুমি একাকী হইলে, ঐ নৌকা আমাদিগকে ধরিবার পূর্ব্বে, অনায়াসে জাহাজে পঁহুছিতে পার; আমি কেবল তোমার গতিপ্রতিরোধ করিতেছি; তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-রক্ষার উপায় দেখ, নতুবা দুই জনেই ধৃত ও পুনরায় তীরে নীত হইব।

এই বলিয়া রজর এন্টোনিয়ের কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিল, ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। অকৃত্রিম প্রণয়ের কি অনি-র্ব্বচনীয় প্রভাব! এন্টোনিয়, রজরকে কটিবন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ জলে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎ ক্ষণ উভয়েই অলক্ষিত হইয়া রহিল।

নৌকার লোকেরা উহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কোন্ দিকে যাইতে হইবেক স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল। জাহাজের লোকেরাও, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ও অবিচলিত নয়নে, এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। তাহারা, দুই জনকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, উহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত, এক খান বোট খুলিয়া দিল। কিয়ৎ ক্ষণ চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, বোটের লোকেরা দেখিতে পাইল, এন্টোনিয় এক

হস্তে রজরকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া আছে, অপর হস্ত দ্বারা ঐ বোটের নিকট যাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নাবিকেরা তদ্দর্শনে, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া, যৎপরোনাস্তি বল পূর্ব্বক ক্ষেপণী চালন করিয়া, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে বোটে উঠাইয়া লইল।

এই সময়ে, এন্টোনিয় এরূপ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই, উভয়ে জলমগ্ন হইত। তোমরা আমার বন্ধুকে রক্ষা কর, এই মাত্র বলিয়া সে অচেতন হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। রজর বোটে উঠাইবার সময় অচেতন ছিল, সে কিয়ৎ ক্ষণ পরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, এবং এন্টোনিয়কে মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত পতিত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইল, হায় কি সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, এন্টোনিয়ের অচেতন কলেবর আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিল, এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আকুল বচনে কহিতে লাগিল, বয়স্য, আমিই তোমার প্রাণবধ করিলাম, তুমি যে আমার দাসত্বমোচন ও প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছিলে, আমা হইতে তাহার এই পুরস্কার পাইলে। আমি অতি নৃশংস ও নরাধম, নতুবা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন ; তোমার প্রাণবিয়োগ দেখিয়াও কি আমায় প্রাণধারণ করিতে হয় ; তোমাকে হারাইয়া আমি প্রাণধারণের কোন ফল দেখিতেছি না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সে সহসা দণ্ডায়মান হইল, এবং যদি নাবিকেরা বল পূর্ব্বক নিবারণ না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিত। নাবিকেরা নিবারণ করাতে, সে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, কেন তোমরা আমায় নিবারণ করিতেছ, আমি এরূপ বন্ধুর বিরহে কখনই প্রাণ-ধারণ করিতে পারিব না ; আমার জন্যেই উঁহার প্রাণনাশ হইয়াছে। এই বলিয়া এণ্টোনিয়ের শরীরের উপর পতিত হইয়া কহিতে লাগিল, এণ্টোনিয়, আমি অবশ্যই তোমার অনুগামী হইব, কেহই আমায় নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেক না। হে নাবিকগণ, তোমাদিগকে জগদীশ্বরের দোহাই, তোমরা আমায় আর নিবারণ করিও না, আমাকে প্রাণাধিক বন্ধুর অনুগামী হইতে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এণ্টোনিয় এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে রজর, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এখনও উঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই। নাবিকেরা তাহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এণ্টোনিয় নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, স্বীয় প্রিয়বয়স্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, রজর, আমি যে তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রজর, এণ্টোনিয়ের চেতনাসঞ্চার ও নয়নো-

ন্মীলন দর্শনে এবং অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে, আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই বোট জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজস্থিত লোকেরা, নাবিকদিগের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঐ জাহাজ মালাগা প্রদেশে যাইতেছিল; তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই বন্ধুকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিল। তাহারা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদের দয়া ও সৌজন্যের নিমিত্ত অশেষবিধ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট বিদায় লইল। এই ঘটনা দ্বারা দুই বন্ধুর চিরবর্দ্ধিত অকৃত্রিম প্রণয় সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অতঃপর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাইতে হইবেক, সুতরাং পরস্পর বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কি রূপে এরূপ বন্ধুর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিব, এই ভাবনায় উভয়ে নিতান্ত অস্থির হইল; অবশেষে, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে প্রণয়রসপূর্ণ সম্ভাষণ ও বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব জন্মভূমি, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মহানুভাবতা।

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের রাজশাসন-কার্য্য সর্ব্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কিন্তু তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তেই সচরাচর শাসনকার্য্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধন-পক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বসাধা-রণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না; এজন্য উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই সুযোগ পাইলে পরস্পর অহিত চিন্তনে ও অনিষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারাই জেনোয়া সমাজের রাজশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইঁহা-দের সর্ব্ব প্রধানের নাম ইউবর্টো। ইনি অতি দীনের সন্তান, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক বিলক্ষণ সম্পন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

কিছু দিন পরে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা, সাধারণ লোকদি-গকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদিগের হস্তে সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে আর তাঁহাদিগকে

কোন ক্রমে পর্য্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বপ্রধান ইউবর্টোকে সর্ব্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া অবরুদ্ধ করাইলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, ইউবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্তপক্ষীয় এডর্নো নামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি বিচারাসন হইতে অতি গর্ব্বিত বাক্যে ইউবর্টোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ নরাধম, তুই অতি নীচের সন্তান, কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া তোর এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল যে তুই, আপন পূর্ব্বতন অবস্থা বিস্মরণ পূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; কিন্তু তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; তোর যেমন অপরাধ তদুপযুক্ত দণ্ড বিধান না করিয়া, তোকে কেবল তোর পূর্ব্বতন হীন অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এইরূপ গর্ব্বিত ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, ইউবর্টো কোন প্রকার ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না। বিচারকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু এডর্ণোকে এই মাত্র কহিলেন, যে আপনি আমার প্রতি যে সকল পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিলেন, হয় ত ইহার

নিমিত্ত আপনাকে উত্তরকালে অনুতাপ করিতে হইবেক। অনন্তর তিনি অবিলম্বে নেপল্‌স প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক্ তাঁহার নিকট ঋণী ছিল; তাহারা, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিল। এই রূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, ইউবর্টো সর্ব্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস্ নগর মুসলমানদিগের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী; তৎকালে উহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনিত, এবং তাহাদিগকে দাস ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিত। একদা ইউবর্টো, এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয় দাস পথের ধারে মাটী কাটিতেছে। তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ; তাহার আকার প্রকার দেখিয়া ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল; যে কষ্টসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, কোন ক্রমেই তাহা করিতে পারিতেছে না; এক

এক বার কর্ম্ম করিতেছে, এক এক বার বিরত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বদেশীয় ভাষা শ্রবণে, স্বদেশীয় জ্ঞানে, তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং শোকাকুল বচনে আপন দুরবস্থা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর সে কহিল, আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্ব্বাসিত বণিক্ চকিত হইয়া উঠিলেন, তৎকালে ভাব গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং যে ব্যক্তি এডর্ণোর পুত্রকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, অবিলম্বে তদীয় আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন। তিনি কহিলেন, আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান্ লোকের সন্তান, এজন্য আমি পাঁচ সহস্র টাকার ন্যূনে উহাকে ছাড়িয়া দিব না। ইউবর্টো তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা দিয়া সেই যুবকের স্বাধীনতা সম্পাদন করিলেন।

এই রূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, ইউবর্টো আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুব-

কের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অহে যুবক, তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয় শৃঙ্খল মোচন পূর্ব্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল, এবং সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না। কিন্তু যখন ইউবর্টো, আপন আবাসে লইয়া গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, ইউবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য্য ও অলোকসামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছু দিন পরেই, এক জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, ইউবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি তাহাকে পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস, তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হইতেছে না; তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন, এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে আমি তোমায় তাঁহাদের

নিকটে প্রেরণ করিতেছি, নতুবা আমি তোমাকে অন্ততঃ আর কিছু দিন আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, জনক জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্দ্ধন কর। এই বলিয়া এক খানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, এই পত্রখানি তোমার পিতাকে দিবে।

সেই যুবক তদীয় স্নেহ, সদাশয়তা ও অমায়িকতার আতিশয্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিল, মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখন কাহার প্রতি এরূপ করে না; আপনকার স্নেহ ও দয়া যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবেক, আমি এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না; প্রার্থনা এই, আপনি যেন এ চিরক্রীত অধীনকে ত্বরায় বিস্মৃত না হন। এই বলিয়া সে অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। ইউবর্টো স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং সেই যুবক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোন উদ্দেশ না পাইয়া, স্থির করিয়াছিলেন যে সে অবশ্যই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পুনর্দ্দর্শনবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। অনন্তর যখন সেই যুবক

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং উভয়েই এক কালে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তিন জনেই কিয়ৎ ক্ষণ জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। অনন্তর এডর্নো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি এত দিন কিরূপে কোথায় ছিলে, বল। তখন সেই যুবক, যে রূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্নো বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন, কোন্ মহানুভাব, তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল। সে কহিল, এই পত্র পাঠ করিলেই সকল অবগত হইতে পারিবেন।

এডর্নো ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই পত্রের উদ্ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, তুমি যে পাপিষ্ঠ নরাধম নীচের সন্তানকে, যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিত বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক, নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে, সেই তোমার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া এডর্নো, পূর্ব্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও ইউবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্যপ্রদর্শন, এই উভয়ের তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া, ইউবর্টোর স্নেহ, দয়া ও

সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া, এড়র্ণো সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকার করণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্ত দিগকে সম্মত করিয়া, ইউবর্টোকে পত্র লিখিলেন, আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যে কেমন মহানুভাব ব্যক্তি, তাহা আমি এত দিনে বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা এই, আপনি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমাকে বন্ধু বলিয়া গণনা করিবেন। আপনকার পক্ষে যে নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি অনায়াসে জেনোয়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ইউবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পুরুষজাতির নৃশংসতা।

কিছু কাল পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে তামস ইঙ্কল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান; যাহাতে তিনি উপার্জ্জনে ও লাভালাভ পরিদর্শনে বিলক্ষণ সমর্থ হন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঙ্কলের

পিতা যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, অধিকতর উপার্জনমানসে, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, আমেরিকা যাত্রা করিলেন। তিনি যে অর্ণবপোতে যাইতেছিলেন, উহাতে খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে, উহা তৎসংগ্রহার্থে আমেরিকার এক স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল। অর্ণবপোতস্থিত অনেকেই তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে ইঙ্কল প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি অপরিজ্ঞাত রূপে ক্রমে ক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য উহারা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল, সুযোগ পাইলে ইউরোপীয়দিগের উপর সাধ্যানুসারে বৈরসাধন করিতে ত্রুটি করিত না। কতিপয় ইউরোপীয়কে তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, উহারা অস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, একমাত্র ইঙ্কল পলাইয়া অলক্ষিত রূপে সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাণভয়ে দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া, তিনি অরণ্যের অতি নিবিড় অংশে উপস্থিত হইলেন। ভয়ে ও শ্রমে তিনি নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিলেন, এজন্য, এক গণ্ডশৈলের নিকটে গিয়া, আর চলিতে না পারিয়া, ভূতলে পতিত হইলেন।

এই সময়ে এক আমেরিকাবাসিনী ইয়ারিকোনাম্নী নবযৌবনা কামিনী যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, এক ইউরোপীয়কে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, প্রথমতঃ চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তদীয় আকার প্রকার দর্শনে বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াই এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র ও স্নেহ-পরিপূর্ণ। ইঙ্কলের এই অবস্থা দর্শনে ইয়ারিকোর অন্তঃ-করণে স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইল। সে সংকেতবিশেষ দ্বারা অভয় প্রদান করিয়া, তাঁহাকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল, এবং তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া-ছেন বুঝিতে পারিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্বাদ ফল মূল সংগ্রহ করিয়া আহারার্থে প্রদান করিল এবং পানার্থে এক নির্ম্মল নির্ঝর দেখাইয়া দিল। এই রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপসা শান্তি করিয়া ইঙ্কলের শরীরে বলাধান হইল, তখন তিনি সঙ্কেত দ্বারা সেই কামিনীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকো তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং একখান সুদৃশ্য বিস্তৃত পশুচর্ম্ম আনিয়া, তাঁহাকে শয়নার্থে প্রদান করিল। সে দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, তাঁহাকে সঙ্কেত দ্বারা অভয় প্রদান পূর্ব্বক, ঐ নিভৃত স্থানে থাকিতে কহিয়া, ইয়ারিকো স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিল। ইঙ্কল একাকী সেই গুহাগৃহে রজনীযাপন করিলেন।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, ইয়ারিকো ইঙ্কলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেই অরণ্য হইতে নানাবিধ সুরস ফল মূল আহরণ করিয়া তাঁহাকে আহারার্থে প্রদান করিল। তাঁহার আহার সমাপ্তি হইলে, সে তদীয় সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল। ইঙ্কল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ; কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে তাঁহার রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া, ইয়ারিকো তদীয় হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার হস্তের সহিত তুলনা করিতে লাগিল, তাঁহার বক্ষঃস্থলের বসনোদ্ঘাটন করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে চিবুক ধারণ করিয়া মুখ নাসিকা নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিতান্ত ইচ্ছা তাঁহার সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু পরস্পরের ভাষার বিজাতীয় বিভিন্নতা প্রযুক্ত, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে ইঙ্কলের উপর ঐ কামিনীর অত্যন্ত স্নেহ ও অনুরাগ জন্মিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে উভয়েই উভয়ের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে লাগিলেন। এক দিন উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে, ইঙ্কল পরিণয় প্রস্তাব করিলেন। ইয়ারিকো সম্মতি প্রদর্শন করিলে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, তিনি তদীয় পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রূপে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, তাঁহারা পরস্পর নিরতিশয় প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইয়ারিকো,

প্রায় সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে থাকিয়া, তদীয় আহারাদি সমবধান করিয়া দিত, এবং ঐরূপ অবস্থায় তিনি যত দূর সুখে, সচ্ছন্দে ও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত।

এই ভাবে কতিপয় মাস অতীত হইলে, এক দিন ইঙ্কল কহিলেন, দেখ, এ অবস্থায় কাল যাপন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, প্রাণভয়ে আমায় সদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, আর তুমিও আমার নিমিত্ত নিরন্তর অত্যন্ত ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক; অতএব যদি তোমার মত হয়, সুযোগ ক্রমে এখান হইতে প্রস্থান করি। যে স্থলে আমার স্বদেশীয়েরা আছেন, তথায় গেলে সকল কষ্ট ও সকল শঙ্কা নিবারণ হইয়া যায়। তুমি অসময়ে আশ্রয় দিয়া যেমন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ও সুখ সচ্ছন্দে রাখিয়াছ, আমিও আপন আয়ত্ত স্থানে তোমায় তেমনই সুখে ও সচ্ছন্দে রাখিব; তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক, আমার সমভিব্যাহারে গেলে, তুমি যাবজ্জীবন নিরতিশয় সুখসম্ভোগে কাল হরণ করিতে পারিবে। অতএব তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না। ইয়ারিকো এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদর্শন করিলে, ইঙ্কল কহিলেন, অতঃপর তুমি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যাইবে, এবং ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইলে আমাকে সংবাদ দিবে।

কিয়ৎ দিন পরে ইয়ারিকো, এক অর্ণবপোত দেখিতে পাইয়া, ইঙ্কলকে সংবাদ দিলে, তিনি, তৎসমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইলেন। এক জন ইয়ুরোপীয়কে একাকী দেখিয়া, তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ এক বোট পাঠাইয়া দিল। ইঙ্কল ও ইয়ারিকো, সেই বোটে আরোহণ করিয়া, অর্ণবপোতে গমন করিলেন। তথায় কতিপয় ইয়ুরোপীয় কামিনী ছিলেন; ইয়ারিকো, তাহাদের আধিপত্য ও বেশ ভূষা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, প্রিয়তমের বাসস্থানে উপস্থিত হইলে, আমারও এইরূপ সমাদর, বেশভূষা ও আধিপত্য হইবেক। আমি অসভ্য জাতির কন্যা, সভ্যজাতীয়ের সহধর্ম্মিণী হইয়া অসুলভ সুখসম্ভোগে কাল হরণ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা আমি এক দিন এক ক্ষণের জন্যেও মনে ভাবি নাই।

ঐ অর্ণবপোত বারবেডো নামক স্থানে যাইতেছিল। ঐ প্রদেশ দাস দাসী বিক্রয়ের এক প্রধান স্থান। যে সকল ইয়ুরোপীয়েরা তথায় কৃষিব্যবসায় করিতেন, তাঁহাদের, তৎসংক্রান্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে, কর্ম্মকরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত; এ জন্য ইয়ুরোপীয়েরা বল পূর্ব্বক আফিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে অর্ণবপোতে উঠাইয়া লইত, এবং আমেরিকার কৃষিব্যবসায়ী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত। সুতরাং, তত্তৎ প্রদেশে

অর্ণবপোত উপস্থিত হইলেই, ক্রেতৃগণ দাসক্রয়ার্থে আসিত। এই সময়ে দাস দাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ জন্য, ঐ জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, ক্রেতৃগণ নৌকা করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ জাহাজে বিক্রয়োপযোগী দাস দাসী ছিল না, সুতরাং তাহারা নিতান্ত হতাশ হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকোকে দেখিতে পাইয়া, এক ব্যক্তি, তাহাকে ইঙ্কলের সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার নিকটে ক্রয় প্রস্তাব করিল। তিনি অসম্মতিপ্রদর্শন করিলে, প্রথমপ্রস্তাবিত মূল্য ন্যূন বিবেচনা করিয়া, সে এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল কোন ক্রমেই বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। পরে তিনি, বাসস্থান স্থির করিয়া, ইয়ারিকোকে লইয়া তথায় গমন করিলেন।

ইঙ্কলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক উপার্জ্জনের মানসেই তিনি আমেরিকা দেশে গমন করেন। কিন্তু দৈবঘটনায়, এপর্য্যন্ত উপার্জ্জন দূরে থাকুক, প্রাণান্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। যত দিন অরণ্যে ইয়ারিকোর আশ্রয়ে ছিলেন, বাঁচিয়া স্বদেশীয় সমাজে আসিতে পারেন কি না, তাহারই নিশ্চয় ছিল না; সুতরাং তৎকালে লাভালাভের ভাবনা এক বারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। এক্ষণে সে সকল শঙ্কা এক বারে দূরীভূত হওয়াতে, তিনি অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিলেন, যদি

আমি বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া যথাকালে এই স্থানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত দিন আমার কত লাভ হইত। এক্ষণে কি উপায়ে অপচয় পূরণ করিব, এই চিন্তাই বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। আপাততঃ ক্ষতি পূরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক দিন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি ইয়ারিকোর সহবাস না ঘটিত, তাহা হইলে আমি সে অরণ্যে এত দিন থাকিতাম না, অবশ্যই সুযোগ করিয়া অনেক পূর্ব্বে এখানে আসিয়া উপার্জন করিতে পারিতাম। বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যেই আমার এত ক্ষতি হইয়াছে। সে দিবস এক ব্যক্তি উহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দাস দাসীর যেরূপ আবশ্যকতা দেখিতেছি, বোধ করি, তদপেক্ষা আরও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব; তাহা হইলে আপাততঃ অনেক ক্ষতি পূরণ হইবেক।

এই স্থির করিয়া, সমধিক মূল্য পাইয়া, ইঙ্কল তত্রত্য এক দাসবণিকের নিকট ইয়ারিকোকে বিক্রয় করিলেন। ইয়ারিকো, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে, তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ আমার প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এমন অবস্থায় আমার পক্ষে এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার উচিত নহে; কাতর বচনে গলদশ্রু লোচনে এই

সকল কথা বলিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত রহিল; বরং তাহার গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া, তিনি ক্রেতার নিকট আরও অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, ক্রেতা দাসক্রয়বিক্রয়ের নিয়মানুসারে, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীত দাসী লইয়া নিজ আলয়ে প্রস্থান করিল।

উৎকট বৈরসাধন।

যৎকালে, মুসলমানেরা ইয়ুরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে, ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে বিদরমন নামে এক ব্যক্তি এক নগরের অধিপতি ছিলেন। ঐ নগরে মুসলমানদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, তাঁহাদের অত্যাচার দর্শনে একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, বিদরমন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অন্য এক খৃষ্টীয় রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বদেশানুরাগের আতিশয্য প্রযুক্ত, তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জীবিত থাকিয়া স্বীয় জন্মভূমির ঈদৃশী দুরবস্থা বিলোকন করা নিতান্ত কাপুরুষ ও নিতান্ত অপদার্থের কর্ম্ম; বিশেষতঃ, অধিকারচ্যুত হইয়া, অন্যদীয় আশ্রয়

অবলম্বন পূর্ব্বক, অসার দেহভার বহন করা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বীয় নগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক, তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই; যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে স্বীয় জন্মভূমিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিব।

এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, বিদরমন প্রচ্ছন্ন বেশে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুসলমানদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রথমে মুসলমানদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া, তত্রত্য লোকদিগকে যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদায় তৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল, এজন্য তাহারা তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুসরণে পরাঙ্মুখ হইল। তাহারা তৎকালে এই বিবেচনা করিল, যদি মুসলমানদিগের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে তাহারা এক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার করিবেক, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া অনেকের প্রাণদণ্ড হইবেক; তদপেক্ষা এই অবস্থায় কালযাপন করা অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। সুতরাং বিদরমন সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

এক দিবস তিনি, কিঙ্কর্ত্তব্যনিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া

উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, এক মুসলমান সৈনিকপুরুষ পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি অশেষ প্রকারে আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহাতে বিচারকর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে সংশয় দূর হইল না। বিচারকর্ত্তা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ও যথার্থ উদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উপর পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া দুরভিসন্ধির সংশয় মাত্র জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল না; এজন্য বিচারকর্ত্তা অন্যবিধ গুরু দণ্ড বিধানে বিরত হইয়া, কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ দণ্ডব্যবস্থা হইলে, বিদরমন তদনুযায়িকার্য্য-করণোপযোগী স্থানে নীত হইলেন। রাজপুরুষেরা এক স্তম্ভে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিল। যে ব্যক্তির উপর কোড়া মারিবার ভার ছিল, সে, অপরাধীর নিকট কিঞ্চিৎ পাইলে, প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক বৈলক্ষণ্য করিত। কিন্তু বিদরমন উৎকোচ দানে অসমর্থ বা অসম্মত হওয়াতে, সে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বিলক্ষণ বল পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদরমন যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিলে, সে, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বল সহকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদরমন, নিতান্ত কাতর হইয়া, কিঞ্চিৎ ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ

করিলে, সে পূর্ব্ববৎ, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ যাতনাভোগ ও অবমাননা লাভ করিয়া, বিদর-মন, বৈরসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, যে রূপে পারি এই অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। অনন্তর তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উদাসীন, কি রাজপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট বিশিষ্টরূপ প্রতিপন্ন হইলেন এবং সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি ও এক জন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে কোড়া প্রহার করিয়াছিল, তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করাই তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত করিলেন, এবং অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তদনুকুল উদ্যোগেই ব্যাপৃত রহিলেন। সুযোগ পাইয়া, তিনি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে এক স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলেন, এবং কৌশল করিয়া, অপরিজ্ঞাত রূপে উহা সেই ঘাতকের আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া, অন্য লোক দ্বারা রাজপুরুষ দিগের নিকট চৌর্য্যের সংবাদ দিলেন। তাহারা, ঘাতকের আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই অপহৃত স্বর্ণপাত্র বহিষ্কৃত করিলে, সে চৌর্য্যাভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল। তাহার গৃহে অপহৃত বস্তু লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং

সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইল। আরবীয় বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত কঠিন, চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। তদনুসারে, সেই ঘাতকের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা হইলে, সে বধস্থানে নীত হইল। সেই নগরে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না, এজন্য, বিদরমন স্বয়ং ঘাতক-কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্মত হইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রফুল্ল চিত্তে বধস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘাতক পুরুষের উপর তাঁহার এরূপ মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল যে তিনি কেবল তাঁহার বধসাধন করিয়াই বৈরসাধন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন না; কেবল তাঁহার উদ্যোগে, বিনা অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ইহা তাহাকে অবগত না করাইলে, তাঁহার চিত্তে সন্তোষ বোধ হইল না। এজন্য, উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বা-হের সমুদায় আয়োজন হইলে, তিনি তাহাকে অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, দেখ, যে অভিযোগে তোমার প্রাণদণ্ড হইতেছে, সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; কিছু কাল পূর্ব্বে তুমি আমাকে অত্যন্ত যাতনা দিয়াছিলে, সেই আক্রোশে আমি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া, তোমার আবাসে রাখিয়া, অমূলক চৌর্য্যাভিযোগে তোমার বধসাধন করিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র, সেই ঘাতক উচ্চৈঃ স্বরে পার্শ্ব-বর্ত্তীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি কহি-

তেছে, তোমরা শুনিলে? তখন বিদরমন, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া এক প্রহারেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

যে ব্যক্তির হস্তে তাঁহাকে যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন; অতঃপর যাঁহাদের আদেশে তাঁহার যাতনাভোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের উপর বৈরসাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। এই অভিলষিত সম্পাদনের নিমিত্ত, তিনি নগরপ্রাচীরসন্নিধানে এক বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে এক সুরঙ্গ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। ঐ নগরপ্রাচীর এ রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, পুরদ্বার রোধ করিয়া রাখিলে, বিপক্ষের পক্ষে সেই নগরে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার ঐ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মুসলমানদিগের কোন বিপক্ষ সেই নগর আক্রমণ করিবেক, তাহাদিগকে ঐ সুরঙ্গ দেখাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তাহারা, অনায়াসে নগরে প্রবেশ করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেক।

অতঃপর, বিদরমন উৎসুক চিত্তে বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই, প্রবল ফরাসি সৈন্য সেই নগর আক্রমণ করিল। প্রথম

উদ্যমে নগর অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহারা শিবিরভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বিদরমন, ফরাসি সেনাপতির নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, সেই উদ্যোগের নিবারণ করিলেন। সেনাপতি অভিপ্রেতসমাধানের ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদুপায় লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে বিদরমনের সমভিব্যাহারে কতিপয় অকুতোভয় অসংসাহসিক সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাহারা, সেই সুরঙ্গ দ্বারা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিলে, সমুদায় ফরাসি সৈন্য অতর্কিত রূপে, উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায়, নগরে প্রবেশ করিল, এবং অনধিক সময়ের মধ্যেই, নগরস্থ সমস্ত মুসলমান তদীয় তরবারিপ্রহারে ছিন্নমস্তক ও ভূতলশায়ী হইল।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

জর্ম্মন সাগরের উপকূলে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিছু কাল পূর্ব্বে, ঐ জনপদে সাবিনস নামে এক যুবক ছিলেন। এই যুবক সমৃদ্ধবংশসম্ভূত। তিনি যেরূপ অসামান্যরূপগুণসম্পন্ন ছিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিবেশিনী অলিন্দানাম্নী এক কামিনী অলৌকিকরূপলাবণ্যপূর্ণা ও অসাধারণ-

গুণসম্পন্না ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়েরই অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার হইলে, সাবিনস যথানিয়মে অলিন্দার পাণি-গ্রহণ করিলেন। এই রূপে দম্পতিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া, উভয়ে মনের সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগে কালহরণ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অন্যশুভদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রত্যূহ স্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে এরি-য়ানানাম্নী অপর এক কামিনী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিনসের সন্নিহিত কুটুম্বসম্বন্ধ ছিল। এরিয়ানা বিলক্ষণ সুরূপা, সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী, স্বভাবতঃ প্রফুল্লহৃদয়া, সদ্বিবেচনাপূর্ণা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিসদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। কিন্তু সাবিনস অলিন্দার পাণিপীড়ন করাতে, তাঁহার সে বাসনা বিফল হইয়া গেল। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যাকলুষিত ও বিদ্বেষদূষিত হইল। ঈর্ষ্যার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্ল-হৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইল; তিনি ঈর্ষ্যার বশীভূত ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, অনবরত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে তাঁহাদের অনিষ্ট-সাধন করিতে পারিবেন, এবং কি রূপেই বা তাঁহাদের বিয়োগ সংঘটন করিয়া দিবেন। উভয়ের মধ্যে অলিন্দার উপরেই তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল; কারণ

অলিন্দা না থাকিলে, তাঁহার সাবিনসের সহিত পরিণয় সংঘটনের আর কোন বাধা ছিল না।

কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার এক সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া অপর এক ব্যক্তির সহিত বিচারালয়ে সাবিনসের বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদে তাঁহার পরাজয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দৈববিড়ম্বনায়, উহার এ রূপে নিষ্পত্তি হইল যে সাবিনসের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। এত দিন তিনি সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় ছিলেন, এক্ষণে এক বারে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরিয়ানার যে তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক রোষ ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এপর্য্যন্ত তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরিয়ানা তাঁহাদের অতি আত্মীয়; এজন্য এই দুঃসময়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। এরিয়ানা আনুকূল্য প্রদানে সম্মত হইলেন না। তদ্দর্শনে সাবিনস বিস্তর অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিলেন। তখন, এরিয়ানা কহিলেন, যদি তুমি আমার মতানুসারে চল, এবং আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার হস্তে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব এবং যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিব। আমার প্রস্তাব এই, তুমি অদ্যাবধি অলিন্দাকে পরিত্যাগ কর।

সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, সাবিনস অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি সুশীল, সচ্চ-

রিত্র, সদ্বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং অলিন্দাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি অর্থলোভে পত্নীপরিত্যাগে সম্মত হইবার লোক নহেন; এজন্য, ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এরিয়ানা, তাহাতে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন, এবং তদবধি সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, সাবিনসের পিতা এরিয়ানার পিতার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। ফলতঃ, কি এরিয়ানা, কি সাবিনস, কেহই এপর্য্যন্ত ঐ ঋণের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। সদ্ভাব থাকিলে এরিয়ানা কদাচ ঐ ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু, এক্ষণে উল্লিখিত ঋণের অনুসন্ধান পাইয়া, তিনি বিচারালয়ে সাবিনসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাবিনস ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রেয়সী অলিন্দা স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং সাতিশয় সুখ সম্ভোগের সময় সহসা দুঃসহ দুঃখভোগ ঘটিলে, প্রায় সকলেই শোকাকুল ও

ম্রিয়মাণ হয়; কিন্তু সাবিনস ও অলিন্দা সচ্ছন্দ চিত্তে ও পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন; এক দিন, এক ক্ষণের জন্যেও, তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। উভয়েই উভয়কে সুখী ও সচ্ছন্দচিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। যদি কখন সাবিনস, অলিন্দার দুঃখ দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তখন অলিন্দা কহিতেন, অয়ি নাথ, তুমি অকারণে আক্ষেপ করিতেছ কেন; যদি আমি তোমার সহবাসসুখে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে, যেমন দুরবস্থা ঘটুক না কেন, আমি অণুমাত্র অসুখ বোধ করিব না; যত দিন আমার এরূপ বিশ্বাস থাকিবেক যে আমার উপর তোমার স্নেহের ও অনুরাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তত দিন কোন কারণেই আমার চিত্তবৈকল্য বা কষ্টবোধ হইবেক না, এবং যত দিন তোমার প্রেয়সী বলিয়া আমার অভিমান থাকিবেক, তত দিন সম্পত্তিনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্যবিধ কোন কারণে আমি কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিব না। অলিন্দার এইরূপ বাক্যবিন্যাস শ্রবণে মোহিত ও পুলকিত হইয়া, সাবিনস অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

সর্ব্বস্বান্ত ঘটিবার পরেও, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহাদের দুঃখের একশেষ ঘটিল; তাঁহারা তাহাতেও অণুমাত্র বিষাদ বা অসন্তোষ প্রদর্শন

করিলেন না; অল্প দিন হইল তাঁহাদের যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া, নিরুদ্বেগ চিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না, এবং কত কালে সেই দুঃখের অবসান হইতে পারিবেক, তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না।

এক দিন, অপরাহ্নসময়ে তাঁহাদের পুত্রটি ক্রীড়া করিতেছে, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রফুল্ল চিত্তে ও উৎসুক নয়নে তাহার ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং অনুচ্চ স্বরে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, অদ্য দুই দিবস হইল এরিয়ানার মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যুকালে তিনি বিনিয়োগপত্র দ্বারা আপন সর্ব্বস্ব এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দান করিয়া গিয়াছেন; ঐ আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে উপস্থিত নাই, কার্য্যবিশেষে দূরদেশে আছেন; কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে, ঐ বিনিয়োগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাৎ হইতে পারে, তাহা হইলেই আপনারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন; কারণ, ঐ বিনিয়োগপত্রের অসদ্ভাব ঘটিলে, আপনারাই সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।

সাবিনস ও অলিন্দা, এই ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন, সাতিশয় অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্তাবকারীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, বস্তুতঃ এরিয়ানার মৃত্যু হয় নাই; তিনি, সাবিনস ও অলিন্দার মনের ভাব পরীক্ষার্থে, ছলনা করিয়া ঐ লোককে ঐরূপ কহিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছে, এই প্রস্তাব শুনিলে; অবশ্যই এতদনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইবেক; বিশেষতঃ, আমা হইতেই তাহাদের কারাবাস ঘটিয়াছে, সুতরাং আমার মৃত্যু শুনিলে নিঃসন্দেহ তাহাদের আহ্লাদ জন্মিবেক। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং স্বকর্ণে ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিবৃত্ত লোকের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল, এবং যে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া এত দিন তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেছিলেন, তাহা এক কালে বিলয় প্রাপ্ত হইল। এরূপ সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অকারণে অবমানিত করিয়াছি, ও যার পর নাই কষ্ট দিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

তখন এরিয়ানার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদয় আবির্ভূত হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, আকুল বচনে পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাবিনস ও অলিন্দা সেই দিবসেই কারামুক্ত হইলেন। এরিয়ানা, বিনিয়োগপত্র দ্বারা তাঁহা-

দিগকে আপন সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা তদীয় জীবনকাল পর্য্যন্ত সুখে ও সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এই রূপে সকল ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মৃত্যু হইল। অন্তিম সময়ে, তিনি এই কথা বলিয়া যান, যে ধর্ম্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ ঘটে ; ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যদিও কোন কারণে আপাততঃ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয়লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।

স্বপ্নসঞ্চরণ।

ইটালির অন্তঃপাতী পেডুয়া নগরে সাইরিলো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, সরলহৃদয় ও ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ইহার সম্পূর্ণ-বিপরীতভাবাপন্ন হইতেন। তিনি, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেন, এবং নানা অদ্ভুত ও বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

যৎকালে সাইরিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার অধ্যাপক, তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া, উত্তর লিখিয়া আনিতে কহিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের

উত্তর লিখিয়া, পর দিন যথাকালে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইলেন। না লইয়া গেলে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ভর্ৎসনা ও অবমাননা প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য তাঁহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, এবং সেই দুর্ভাবনাবশতঃ কিছু লিখিতে না পারিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ মনে শয়ন করিলেন। তিনি, পর দিন প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর লিখিত হইয়া রহিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎসমুদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

এইরূপ অঘটনঘটনা দর্শনে, তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের সবিশেষ পরীক্ষা করিবার মানসে, সে দিবস তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, এবং এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, সে দিন রজনীযোগে প্রচ্ছন্ন ভাবে তদীয় আবাসগৃহের সন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন। সাইরিলো শয়নগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন; কিন্তু দুই তিন দণ্ড পরেই, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে

ও লিখিতে বলিলেন, এবং অনধিক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সমাপন করিলেন। তদ্দর্শনে যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া অধ্যাপক মহাশয় স্বীয়আবাস-গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন; সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগমাত্র রহিল না। এজন্য, তিনি সংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া, এক ধর্ম্মা-শ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় স্বয়ং ধর্ম্মচিন্তা, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদান, ও অশেষবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান, করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধহৃদয়, সদাচার-পূত ও উত্তম ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করি-লেন। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতি দীর্ঘকালস্থায়িনী হইল না। দিবসে যে সকল সদাচার ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া গণনীয় ও সকলের মাননীয় হইতেন, রজনীযোগে স্বপ্নসঞ্চরণকালীন জঘন্য আচরণ দ্বারা সে সমুদায় তিরো-হিত হইয়া যাইত। তিনি, প্রায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অব-স্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে, আশ্রমবাসী ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্ম্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এই রূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষ প্রয়োগ

অত্যন্ত দূষণাবহ; স্থতরাং তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক; কিন্তু ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে রজনীযোগে তদীয় গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইল না; স্থতরাং, তিনি প্রতি রাত্রিতেই ঐরূপ কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

এক দিন দৃষ্ট হইল, সাইরিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি, প্রায় দুই তিন দণ্ড স্থির ভাবে থাকিয়া, যেন কাহার কথা শুনিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন; অনন্তর, অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলিধ্বনি করিয়া অপর এক ব্যক্তির দিকে মুখ বিবর্ত্তন পূর্ব্বক, নস্যগ্রহণমানসে অঙ্গুলি বিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন; তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার অভ্যন্তর ভাগ খুঁটরাইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, এবং চারি দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া, পাছে কেহ উহা লয় এই আশঙ্কায়, সাবধানে স্বীয় বসনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি অকস্মাৎ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কৌতুক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া, স্ব স্ব আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

আর এক দিন, তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তত্রত্য তৈজস দ্রব্য সকল অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তৎসমুদায়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, ঐ সমুদায় দ্রব্য, পরিষ্কার করিয়া আনিবার নিমিত্ত, স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া উঠিল না ; এজন্য তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং রিক্ত হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছু হইয়া, সেই গৃহস্থিত কতিপয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, এবং সর্ব্বতঃ সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার এই কাণ্ড অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা, তিনি পর দিন প্রাতঃকালে কিরূপ আচরণ করেন, ইহা জনিবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকচিত্তে রজনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, সাইরিলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি, শয্যার মধ্যস্থল সাতিশয় উন্নত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কি কারণে সেরূপ হইয়াছে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কতিপয় পরিচ্ছদ তথায় স্থাপিত দেখিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি আকুল চিত্তে ধর্ম্মভ্রাতাদিগের নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, এই সমস্ত পরিচ্ছদ কি রূপে আমার শয্যাতলে নিহিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কহিলেন,

তুমি স্বয়ং এই রূপে এই কাণ্ড করিয়াছ’। তিনি শুনিয়া কি পর্য্যন্ত শোকাকুল ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

এক সম্পত্তিশালিনী ধর্ম্মপরায়ণা নারী এই ধর্ম্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে এই প্রার্থনা ও অভিলাষ প্রকাশ করিয়া যান, যেন তাঁহার কলেবর ঐ ধর্ম্মাশ্রমের কোন স্থানে সমাহিত হয়। তদনুসারে, তাঁহার কলেবর তথায় নীত এবং তদীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সমস্ত আভরণ সহিত মহাসমারোহে সমাহিত হইল। উল্লিখিতব্যাপারনির্ব্বাহকালে, আশ্রমস্থ ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ সমবেত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোকপ্রকাশ, ও সেই নারীর পারলৌকিকমঙ্গলকামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাইরিলো যেরূপ অকৃত্রিম শোক, পরিতাপ ও মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই।

পর দিন, প্রাতঃকালে, আশ্রমবাসীরা অবলোকন করিলেন, সেই নারীর সমাধিস্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্ব্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে সকল অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ছিল তৎসমুদয় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে। এই অতি বিগর্হিত ধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপার দর্শনে, সকলেই সাতিশয় শোকাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যে নরাধম দ্বারা এই জঘন্য কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল, সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, একবাক্য হইয়া,

তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে সাইরিলো সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি আপন আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় শয্যাতলে বস্তুবিশেষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ঐ নারীর পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই স্থানে স্থাপিত আছে। তখন, গত রজনীতে, তিনিই ঐ সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সাইরিলো শোকে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন; অতি বিষম অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি, ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গকে সমবেত করিয়া, গলদশ্রু লোচনে শোকাকুল বচনে, সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, সকলে একমতাবলম্বী হইয়া, তদীয় সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে, কোন ব্যক্তিকে গৃহবিশেষে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। এই আশ্রমে সাইরিলো রজনীযোগে এক গৃহে রুদ্ধ থাকিতেন, সুতরাং স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।

দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ নাই।

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরের অধিকারকালে, থ্রেস দেশে এক অতি দুর্দ্দান্ত পরাক্রান্ত দস্যু ছিল। ঐ দস্যুর দৌরাত্ম্যে থ্রেস ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল কম্পিত হইয়াছিল। একদা সে ধৃত ও আলেক্‌জাণ্ডরের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি সরোষ নয়নে ও উদ্ধত বচনে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্, তুই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিস্, সর্ব্বদাই তোর অশেষবিধ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই; আমি বহু দিন পর্য্যন্ত তোরে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আজি তুই আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিস্, তোরে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এক্ষণে তুই আপন সবিশেষ পরিচয় দে।

এই কথা শুনিয়া সেই দস্যু, কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, কহিল, আমি থ্রেসদেশনিবাসী এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, অরে নরাধম, তুই যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছিস্? তুই চোর, তুই দস্যু, তুই লুণ্ঠনব্যবসায়ী, তুই হত্যাকারী, তুই দেশের কণ্টকস্বরূপ; তোর অসাধারণ সাহস আছে, এজন্য আমি তোর প্রশংসা করি; কিন্তু তুই অতিদুরাচার ও সর্ব্বসাধারণের যার পর নাই অনিষ্টকারী, এজন্য আমি অবশ্যই তোরে ঘৃণা করিব ও সমুচিত শাস্তি দিব।

ইহা শুনিয়া দস্যু কহিল, আমি কি করিয়াছি যে আপনি আমার এত ভর্ৎসনা করিতেছেন। তিনি কহিলেন, তুই আমার অধিকারে বাস করিয়া আমার প্রভুশক্তির অবমাননা করিয়াছিস্, এবং আমার অপরাপর প্রজার প্রাণহিংসা ও সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া কাল যাপন করিস্। দস্যু কহিল, এক্ষণে আমি আপনকার বশে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তি প্রদান করিবেন, আমায় অবশ্যই সে সমস্ত সহ্য করিতে হইবেক; কিন্তু আমি সে জন্য কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত নহি; যদি আমায় আপনকার ভর্ৎসনা বাক্যের উত্তর দিতে হয়, আমি অকুতোভয়ে দিব।

আলেক্‌জাণ্ডর কহিলেন, যাহা বলিতে হয় সচ্ছন্দে বল্; কোন ব্যক্তি আমার বশে আসিয়াছে বলিয়া, যে তাহাকে অকুতোভয়ে কথা কহিতে দিব না, আমার সেরূপ প্রকৃতি নহে। দস্যু কহিল, তবে আমি আপনাকে অগ্রে এক প্রশ্ন করিব, পরে আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি রূপে কাল যাপন করিতেছেন? তিনি কহিলেন, বীর পুরুষের ন্যায়; দেশে দেশে আমার নাম ও কীর্ত্তি ঘোষণা হইতেছে, আমার তুল্য সাহসী পরাক্রান্ত সম্রাট্ ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে?

দস্যু কহিল, আমার আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা নাই, আর যাহারা আত্মশ্লাঘা করে তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু এ সময়ে বলা আবশ্যক এজন্য বলিতেছি, আমারও

বহুদূর পর্য্যন্ত নাম ও কীর্ত্তি ঘোষণা হইয়াছে, আর আমার তুল্য সাহসী সেনাপতি আর কেহ নাই। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আমি সহজে বিজিত ও আপনকার বশে আনীত হই নাই।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, তুই যত বল্না কেন, তুই এক পাপাশয় দুর্বৃত্ত দস্যু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহিস্। দস্যু কহিল, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দিগ্বিজয়ী কাহাকে বলে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কি অকিঞ্চিৎকর আধিপত্য লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, অবৈধ ও অন্যায় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, মানবমণ্ডলীর প্রাণবধ সর্ব্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি এক শত সহচর সমভিব্যাহারে এক প্রদেশে যাহা করিয়াছি, আপনি লক্ষ সহচর সমভিব্যাহারে শত শত প্রদেশে তাহাই করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আপনি শত শত ভূপতির সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য গৃহের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আপনি কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও কত সমৃদ্ধ নগরীর উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাতে ও আপনাতে বিশেষ কি; তবে আমি সামান্য কুলে জন্মিয়াছি, এবং সামান্য দস্যু বলিয়া পরিচিত হইয়াছি; আপনি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই জন্য আমা অপেক্ষা অধিক প্রবল ও পরাক্রান্ত দস্যু হইয়াছেন।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, আমি ভুরি পরিমাণে অন্যের ধন লইয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অকাতরে বিতরণ করিয়াছি; আমি কোন কোন রাজ্যের ও নগরের উচ্ছেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু কত কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর সংস্থাপন করিয়াছি; তদ্ব্যতিরিক্ত, আমার যত্নে ও উৎসাহদানে শিল্প, বাণিজ্য ও দর্শন শাস্ত্রের কত উন্নতিসাধন হইয়াছে। দস্যু কহিল, আমি ধনবানের ধন হরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অনেক দরিদ্রকে অকাতরে দান করিয়াছি; আমি কখন কাহারও গৃহদাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিজ অর্থ দিয়া অনেক অনাথের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছি; আমি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিয়াছি। আপনি যে দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানি, যে আমি অথবা আপনি জগতের যত অনিষ্ট করিয়াছি, আমরা কিছুতেই তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না।

দস্যুর এইরূপ অকুতোভয়তা ও স্বরূপবাদিতা দর্শনে, আলেক্জাণ্ডর যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধনমোচনের ও সমুচিত সমাদর ও পরিচর্য্যার আদেশ প্রদান করিলেন, এবং একান্তে আসীন হইয়া, দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ কি, এই বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সৌভ্রাত্র।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পোর্টুগীসদিগের জাহাজ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। একদা, এক জাহাজ অন্যূন দ্বাদশ শত লোক লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিল। প্রথমতঃ, কিছু দিন কোন অসুবিধা বা উপদ্রব ঘটে নাই; ঐ জাহাজ আফ্রিকা পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে উপস্থিত হইল; অনন্তর, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে, আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইল। তলভেদ হইয়া এরূপে জলপ্রবেশ করিতে লাগিল যে অবিলম্বে উহার অর্ণবপ্রবাহে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

জাহাজের উপর পিনেস নামে একখানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাপ্তেন সেই পিনেস জলে ভাসাইলেন, এবং কিছু আহারসামগ্রী লইয়া, আর ঊনবিংশতি ব্যক্তির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন, আরো অনেকে ঐ পিনেশে আসিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধিক লোক হইলে পাছে মগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা তরবারিপ্রহার দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। এই রূপে, কাপ্তেন ও তৎসমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে পর, ঐ জাহাজ অবশিষ্ট আরোহিবর্গের সহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রপথে কম্পাস ব্যতিরেকে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না।

জাহাজে কম্পাস ছিল, কিন্তু কাপ্তেন, প্রাণবিনাশশঙ্কায় নিতান্ত অভিভূত ও একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কম্পাস লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং পিনেসের লোকেরা, দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সমুদ্রের জল এরূপ লবণময় যে কোন ক্রমেই পান করিতে পারা যায় না। জাহাজে পানার্থ জল ছিল, পিনেসের লোকেরা ব্যাকুলতা প্রযুক্ত তাহাও লইতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহাদের পিপাসানিবন্ধন কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ দুরবস্থায় পিনেস চালাইতে লাগিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন পূর্ব্বাবধি পীড়িত ও অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন; চারি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা দ্বারা পিনেসে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; সকলেই কর্ত্তৃত্বভারগ্রহণে ও আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত, কেহই অধীনতাস্বীকারে ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহেন। অবশেষে, সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তির হস্তে কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিলেন, এবং তদীয় আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন।

কত দিনে তাঁহারা তীর প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নিশ্চয় ছিল না; আর তাঁহারা যে আহারসামগ্রী লইয়া পিনেসে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল; সুতরাং সেই স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ দ্বারা সকলের অধিক দিন প্রাণধারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত

নহে; এজন্য নূতন কাপ্তেন এই প্রস্তাব করিলেন, আমরা পিনেসে যত লোক আছি, অবশিষ্ট আহারসামগ্রী দ্বারা অধিক দিন সকলের প্রাণধারণ অসম্ভব; অতএব লাটরি করিয়া আপাততঃ সমুদায়ের চতুর্থ ভাগ লোককে সমুদ্রে ক্ষেপণ করা যাউক; তাহা হইলে, তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন চলিতে পারিবেক।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন। এক্ষণে পিনেসে সমুদয়ে উনিশ ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পাদরি, আর এক ব্যক্তি সূত্রধর। প্রথম ব্যক্তি মৃত্যুসময়ে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, আবশ্যক হইলে, পিনেসের মেরামত করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সকলে তাঁহাদের উভয়কে ছাড়িয়া লাটরি করিতে সম্মত হইলেন। আর নূতন কাপ্তেন বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে পিনেস চালান কঠিন হইয়া উঠিবেক; এজন্য সকলে তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই; পরিশেষে সকলের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

এই রূপে, তিন জনকে পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে লাটরি হইল। যে চারি জনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা অবধারিত হইল, তন্মধ্যে তিন জন, তৎকালোচিত উপাসনাকার্য্য সমাধা করিয়া, প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। পিনেসে চতুর্থ ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর

ছিলেন; এই যুবক জ্যেষ্ঠের প্রাণবিনাশের উপক্রম দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় স্নেহভরে তাঁহারে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ, আমি কোন ক্রমেই তোমায় প্রাণত্যাগ করিতে দিব না; তোমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি; বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী আছেন, অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে, বিশেষতঃ তিনটি অনাথা ভগিনী আছে; তুমি জীবিত থাকিলে সকলের ভরণ পোষণ করিতে পারিবে; এমন স্থলে, তোমার প্রাণত্যাগ করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে; তুমি প্রাণত্যাগ করিলে যত অনিষ্ট ঘটিবে, আমি অকৃতদার, আমি মরিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে অল্প অনিষ্ট ঘটিবে।

জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন ও তদীয় স্নেহের পরা কাষ্ঠা ও সৌজন্যের আতিশয্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস, আমি কোন ক্রমেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না; কারণ, পরের প্রাণ দিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই, বিশেষতঃ, তুমি কনিষ্ঠ সহোদর নিরতিশয় স্নেহপাত্র, তাহাতে আবার তুমি আমার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব করিয়া অনির্ব্বচনীয় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছ; যদি আমি তোমায় আমার স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে

দি, তাহা হইলে আমার অধর্ম্মের একশেষ হইবে, এবং অবশেষে শোকে ও অনুশয়ে দগ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতে হইবেক। অতএব, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

জ্যেষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া, কনিষ্ঠ কহিলেন, তুমি অবধারিত জানিবে, আমি কোন ক্রমেই তোমায় আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না; এই বলিয়া জানু-পাতন পূর্ব্বক, দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার চরণ ধরিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার ভুজবন্ধনের অপ-নয়ন করিতে পারিলেন না। তখন, জ্যেষ্ঠ কহিলেন, বৎস, তুমি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর; আমি যেরূপ করিতেছিলাম, আমার অসদ্ভাবে, তুমি সেইরূপ আমার পুত্র কন্যাদিগের লালন পালন, আমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনাথা ভগিনীদিগের ভরণ পোষণ করিতে পারিবে। অতএব, আমার কথা শুন, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

এই রূপে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অনন্তর, অপর তিন জন ও সেই যুবক অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। তিন জন তৎক্ষণাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু সেই যুবক সন্তরণবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ

ছিলেন, এজন্য সহসা জলমগ্ন হইলেন না। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ সন্তরণপূর্ব্বক, প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন। এক জন পোতবাহক অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে, তিনি পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে অপর হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী অবলম্বন করিলেন। তখন সেই পোতবাহক তাঁহার ঐ হস্তেরও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিল। তিনি পুনরায় অর্ণবপ্রবাহে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও জলমগ্ন না হইয়া, শোণিতোদ্গারী দুই ছিন্ন হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, পিনেসের সন্নিহিত দেশে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

সেই যুবকের ভ্রাতৃস্নেহের একশেষদর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেরই অন্তঃকরণে যার পর নাই করুণার উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে একবাক্য হইয়া কহিলেন, আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক, আমরা অবশ্যই উহার প্রাণরক্ষা করিব; জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন ভ্রাতৃস্নেহের এরূপ দৃষ্টান্ত অবলোকন করি নাই। এই বলিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পিনেসে উঠাইয়া লইলেন, এবং কথঞ্চিৎ তদীয় হস্তের শিরা বন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।

পিনেসের লোকেরা অহোরাত্র অবিশ্রামে দাঁড়

বাহিতে লাগিলেন। পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা অনতিদূরে স্থল নিরীক্ষণ করিলেন, তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বল সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, পিনেস আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী মোজাম্বিক পর্ব্বতের সন্নিহিত হইলে, তাঁহারা, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাষ্পবারি-পরিপূরিত নয়নে, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, অনতিদূরে পোর্টুগীসদিগের এক উপনিবেশ ছিল; তাঁহারা অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

উপনিবেশের লোকেরা, তাঁহাদের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঐ দুই সহোদরের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠের, ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ শ্রবণ করিয়া, এবং পরিশেষে যে রূপে কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা হইয়াছে তৎসমুদয় অবগত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদের দুই সহোদরকে এবং কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পিনেস-স্থিত লোকদিগকে মুক্ত কণ্ঠে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা।

একদা আরব জাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরব সেনা বহু দূর পর্য্যন্ত এক মূর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য দিঙ্নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে আর কোন ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, এক আরব সেনাপতির পটমণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তাবিষয়ে পৃথিবীতে কোন জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, সে ব্যক্তি নিতান্ত শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তি পরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, উভয় সেনাপতির বন্ধুভাবে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা স্বীয় ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পর পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোন ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব সজ্জিত হইয়া পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক, আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করাইল,

এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আপনকার আহার প্রস্তুত। মূরসেনাপতি শয্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মূর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষশিবির মধ্যে আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্যোদয় হইলেই পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিব; এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই, আপনি যত সত্বর পারেন প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না; কিন্তু আমার আলয় হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার

অতিথিভাব অপগত হইবেক; এবং সেই মুহূর্ত্ত অবধি, আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুততর বেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলেই আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দ্দন পূর্ব্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও, সূর্য্যোদয় দর্শনমাত্র, স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী; এজন্য তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধনসঙ্কল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

দয়া ও সৌজন্যের পরা কাষ্ঠা।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোয়েকর নামে এক সম্প্রদায় আছে; ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিয়ম এই, তাঁহারা প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্টাচরণ করেন না, এবং অন্যে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা রোষের বশবর্ত্তী হইয়া বৈরসাধনে উদ্যত হয়েন না। ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের অধিকারকালে, এক জাহাজ বাণিজ্যার্থে বীনিস যাত্রা করিয়াছিল। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী কোয়েকর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় লোক ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী তুরুষ্কজাতি, এই উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল। সুযোগ পাইলে, তাঁহারা পরস্পরের জাহাজ লুণ্ঠন ও তত্রত্য লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত জাহাজ বীনিস হইতে প্রতিগমন করিতেছে, পথিমধ্যে তুরুষ্কজাতীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে নিরস্ত্র ও আপনাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইল, এবং দশ জন তুরুষ্কদস্যু, আয়ত্তীকৃত লোকদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত, ঐ জাহাজ আফ্রিকায় লইয়া চলিল।

পর দিন রজনীতে, অনবধানবশতঃ তুরুষ্কেরা সকলেই এক কালে নিদ্রাগত হইয়াছিল। এই সুযোগ পাইয়া,

জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ তাহাদের সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করিলেন এবং আপন লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তুরুষ্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি, এক্ষণে উহারা আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে; কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কেহ কোপাবিষ্ট হইয়া উহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিও না; যাবৎ আমরা মাজর্কায় না পঁহুছি, তাবৎ উহাদিগকে বশে রাখিব। মাজর্কাদ্বীপ স্পেনদেশীয়দিগের অধিকৃত, এজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন তথায় পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূর হইবেক, এবং নির্ব্বিঘ্নে ও সত্বরে স্বদেশ প্রতিগমন করিতে পারিবেন।

রজনী প্রভাত হইল। এক জন তুরুষ্কের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে জাহাজের উপরিভাগে গিয়া দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে, জাহাজ মাজর্কা অভিমুখে চালিত হইতেছে, এবং ঐ স্থান এত সন্নিহিত হইয়াছে যে অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ তথায় উপস্থিত হইবেক। স্পেনদেশীয়েরা তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, যদি উহারা তাহাদের নিকট বিক্রীত হয়, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইবেক, এজন্য সে ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল, এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, স্বজাতীয়দিগকে জাগরিত করিয়া, উপস্থিত বিপদের বিষয় তাহাদের গোচর করিল। সকলেই ভয়ে ম্রিয়মাণ ও কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তুরুষ্কেরা জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয়

সহকারীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিল, আমরা তোমাদিগকে আপন বশে আনিয়া দাস রূপে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এক্ষণে তোমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছি, এখন তোমরা আমাদিগকে দাস রূপে বিক্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা এই, আমাদিগকে স্পেনদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিও না; তাহারা অত্যন্ত নির্দ্দয় ও তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী; তাহাদের হস্তগত হইলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবেক না। অধ্যক্ষ ও সহকারী তাহাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও, আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদের প্রাণহিংসা বা স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিব না। অনন্তর, তাঁহারা তাহাদিগকে জাহাজের অভ্যন্তরভাগে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আপন লোকদিগকে সবিশেষ সাবধান করিয়া কহিয়া দিলেন, যত ক্ষণ মাজর্কার বন্দরে জাহাজ থাকিবেক, আমাদের সঙ্গে তুরুষ্কজাতীয় লোক আছে বলিয়া কোন মতে প্রকাশ না হয়। তুরুষ্কেরা তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ মাজর্কার বন্দরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আর একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজ ছিল, উহার অধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া কথোপকথন

করিতে লাগিলেন। কথায় কথায়, অধ্যক্ষ ও সহকারী তাঁহার নিকট তুরুষ্কদিগের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আমরা উহাদিগকে বিক্রয় করিব না, স্থির করিয়াছি; আফ্রিকার কোন নিরাপদ্ স্থানে উহাদিগকে অবতীর্ণ করিয়া দিব। তিনি তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের বিষয় অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, যদি আপনারা উহাদিগকে বিক্রয় করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে দ্বাত্রিংশৎ শত মুদ্রা পাইতে পারেন। তাঁহারা কহিলেন, যদি আমরা এই দ্বীপের সম্পূর্ণ আধিপত্য পাই, তথাপি উহাদিগকে বিক্রয় করিব না।

কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, অপর জাহাজের অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে তাঁহারা তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করাইলেন আপনি তুরুষ্কদিগের বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু তিনি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া, স্পেনদেশীয়দিগের নিকট সবিশেষ সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, তুরুষ্কদিগকে ঐ জাহাজ হইতে লইয়া আসিব। অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী, এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া, ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। স্পেনদেশীয়েরাও, ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য, আপনাদিগের এক জাহাজ খুলিয়া দিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় জাহাজ ধরিতে পারিল না।

এই রূপে পলায়ন করিয়া, তাঁহারা ক্রমাগত নয় দিন

ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কি রূপে তুরুষ্কদিগের পরিত্রাণ করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কোন মতেই খৃষ্টীয়দিগের অধিকারে অবতীর্ণ করিয়া দিবেন না। একদা তুরুষ্কেরা ইঙ্গরেজদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ ও সহকারীর সতর্কতা হেতু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইহাতেও কোয়েকরদিগের অন্তঃকরণে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির উদয় হইল না; তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্য পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিল।

এই সময়ে জাহাজের কর্ম্মকরেরা, সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে কহিতে লাগিল, আমরা আপনাদিগের আজ্ঞাবর্ত্তী বলিয়া, আমাদিগকে বিপদে ফেলা আপনাদিগের উচিত নহে; কি আশ্চর্য্য! আপনারা আমাদের অপেক্ষা তুরুষ্কদিগের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অধিক ব্যগ্র হইয়াছেন। এই প্রদেশে তুরুষ্কদিগের জাহাজ সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সুতরাং আমাদিগকে ত্বরায় তুরুষ্কদিগের হস্তে পড়িতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষ ও সহকারী অনেক বুঝাইয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারণ করিলেন।

পরিশেষে, জাহাজ বার্বরি উপকূলে উপস্থিত হইলে, ঐ স্থানে তুরুষ্কদিগকে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া অবধারিত হইল। ঐ স্থান মুসলমানদিগের অধিকৃত। একণে এই

বিচার উপস্থিত হইল কিরূপে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। যদি বোটে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, উহারা অস্ত্রসংগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া জাহাজ আক্রমণ ও অধিকার করিতে পারে; যদি দুই চারি জন নাবিক সঙ্গে করিয়া পাঠান যায়, উহারা তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; যদি দুই ভাগ করিয়া দুই বারে পাঠান যায়, যাহারা প্রথম তীরে অবতীর্ণ হইবেক তাহারা লোক সংগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনার পর, সহকারী অধ্যক্ষ কহিলেন, আমি দুই তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া এক কালে সকলকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছি। অনন্তর অধ্যক্ষ এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, সহকারী নির্ব্বিরোধে ও নিরুদ্বেগে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিলেন। তুরুষ্কেরা তাঁহাদের যার পর নাই সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে মোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে তীরস্থ হইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে কহিল, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত চলুন, আমরা আপনাদের যথোচিত সমাদর ও পরিচর্য্যা করিব; আপনারা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যাহা হউক, সহকারী তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কর্ম্ম না করিয়া, অবিলম্বে জাহাজে প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর, অনুকূলবায়ুবশে তাঁহাদের জাহাজ অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তুরুষ্কদস্যুসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইল। কোয়েকরদিগের সদয় ব্যবহার শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে এমন অসাধারণ কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, যে যাহারা বিপক্ষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহারা কিরূপ মনুষ্য, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং স্বীয় সহোদর ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে সেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি সহকারী অধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুরুষ্কদিগকে আমার নিকটে আনা তোমাদের উচিত ছিল। সহকারী কহিলেন, আমি তাহাদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম।

ন্যায়পরায়ণতা।

ইংলণ্ডদেশে লিয়োনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। লিয়োনার্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ,

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না, যে তিনি আপনার ও পুত্রের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না, এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিব না; যে রূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপন ভরণ পোষণ সম্পাদন করিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লিয়োনার্ড কহিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি, যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই আমি জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব না। এই স্থির করিয়া, সে জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরে তাহার পিতার এক পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহার নাম বেন্‌সন্। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক এবং বাণিজ্য করিতেন। লিয়োনার্ড তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল, এবং বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে আপনার আশ্রয়ে রাখুন, এবং আমা দ্বারা যাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে এরূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করুন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে, সেই সময়ে বেন্‌সনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এক উদাসীনকে

নিযুক্ত করা অপেক্ষা বন্ধুপুত্র লিয়োনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লিয়োনার্ড স্বভাবতঃ অতি সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ. কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎ পথে থাকিয়া এবং প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সুন্দর রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখন কোন আবশ্যক কর্ম্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোন কর্ম্ম প্রকৃত রূপে সম্পাদন করিতে না পারিত, তৎক্ষণাৎ আপনার দোষ স্বীকার করিত, এবং সাধ্যানুসারে সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

লিয়োনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও পরিশ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্ তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে, অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিষয়কর্ম্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের হস্তে সাংসারিক বিষয়ের সমস্ত ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বয়ং কখন কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। সেই স্ত্রীর তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে সে লিয়োনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও

সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার দেখিয়া বিবেচনা করিল, এই বালক এখানে বিদ্যমান থাকিলে, আমার লাভের পথ এক কালে রুদ্ধ হইয়া যাইবেক এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক; অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া সেই স্ত্রী, অবসর বুঝিয়া এক দিন বেন্‌সনের নিকট, কৌশলক্রমে কহিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন মনে করেন; আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না; আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র ভাবেন, ও সেরূপ নহে; অগ্রে সাবধান না হইলে পরিণামে উহা দ্বারা আপনকার অনেক অনিষ্ট ঘটিবেক। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, আমি উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে উহার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আমি বহু কাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, আপনকার অনিষ্টসম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম্মাচরণ হয়, এজন্য আমি আপনাকে এ সকল কথা জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের কথায় বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু লিয়োনার্ড যে অত্যন্ত সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়ে

তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না ; এজন্য তিনি সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া, বিবেচনা করিলেন, এই বালক যে অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিবেক, আমার কোন ক্রমেই একপ বিশ্বাস হয় না ; কিন্তু অত্যন্ত অধার্ম্মিকেরাও, বিশ্বাস জন্মাইয়া সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সম্পূর্ণ ধার্ম্মিকের ভান করিয়া থাকে। অতএব ঐ স্ত্রীলোকের কথায় এক বারেই উপেক্ষা করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে ; আমি গোপনে এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বেন্‌সন্‌ এক দিন লিয়োনার্ডকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমার এই এই বস্তুর অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব সত্বর আপণ হইতে ক্রয় করিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে প্রেরণ করিলেন। লিয়োনার্ড ঐ সমস্ত বস্তু ক্রয় করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিল, এবং ক্রীত বস্তু প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া, অবশিষ্ট টাকা তাঁহার হস্তে দিল। লিয়োনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দ্দকও অপহরণ করে নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষবশতঃ তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

এক দিন, বেন্‌সন্‌ অনবধানবশতঃ কার্য্যালয়ে একটি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লিয়োনার্ড সেই গৃহে

প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, একটি মোহর পড়িয়া আছে; সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভাক্রান্ত হইয়া, অথবা লিয়োনার্ডকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, আইস আমরা উভয়ে এই মোহর ভাগ করিয়া লই লিয়োনার্ড শ্রবণমাত্র তাহার সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমি এই মোহর প্রভুর হস্তে দিব, ইহা তাঁহার সম্পত্তি, পরের ধন অপহরণ করা অতি অসৎ কর্ম্ম, আমি কোন ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া সেই মোহর লইয়া, লিয়োনার্ড বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহর পড়িয়া ছিল, এই বলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। বেন্‌সন্, সেই বালকের এইরূপ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিতে লাগিল যে তিনি পরিশেষে তাহাকে, পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, আপন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

চাতুরী।

আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী মিশৌরী নদীর তীরে আদিম নিবাসী অসভ্যজাতির অধিষ্ঠিত যে প্রদেশ আছে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, তথায় ইয়ুরোপীয় লোকের প্রায় যাতায়াত ছিল না। একদা, এক ইয়ুরোপীয় বণিক্, নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, সেই প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বিস্তর বারুদ ছিল। তিনি কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করাইলেন। তাহারা মৃগয়াজীবী, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা মৃগয়ার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া, ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় গ্রহণ করিল, এবং তাহার বিনিময়ে তত্রত্য উৎপন্ন বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিল। বণিক্ স্বদেশে প্রতিগমনপূর্ব্বক, সেই সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, এক ফরাসি বণিক্, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া, সেই প্রদেশে ব্যবসায় করিতে গেলেন। তত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বে যে বারুদ লইয়াছিল, তাহা তৎকাল পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই; সুতরাং তাহারা আর লইতে সম্মত হইল না। এই ব্যক্তি, বারুদ দিয়া বিনিময়লব্ধ দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিব, এই প্রত্যাশায় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সেই স্থানে গিয়া-

ছিলেন, এক্ষণে সম্ভাবিতলাভবিষয়ে হতাশ হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে বারুদ গ্রহণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইব। অবশেষে, তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, এবং তত্রত্য লোকদিগকে সমবেত করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, তোমরা বারুদ ব্যবহার করিয়া থাক, কিন্তু বারুদ কি পদার্থ, তাহার কিছুমাত্র জান না। শুনিলে তোমরা চমৎকৃত হইবে; উহা আমাদের দেশের শস্যবিশেষ, বৎসরের অমুক সময়ে ভূমিতে বপন করিলে, অন্যান্য বীজের ন্যায়, যথাকালে ফল প্রদান করে।

এই কথা শুনিয়া, সমবেত লোক সকল চমৎকৃত হইল, এবং এক বার শস্য জন্মাইতে পারিলে, তৎপরে আর ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট লইবার আবশ্যকতা থাকিবেক না, এই বিবেচনা করিয়া, বহুবিধ দ্রব্য বিনিময় দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বারুদ গ্রহণ করিল। অনন্তর, নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, তাহারা তৎসমুদায় যত্ন পূর্ব্বক ক্ষেত্রে বপন করিতে আরম্ভ করিল। ইয়ুরোপীয় বণিক্ এইরূপ চাতুরী করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন, ও বিনিময়লব্ধ দ্রব্যজাত বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ, করিলেন।

মিশৌরীর লোকেরা, ক্ষেত্রে বারুদ বপন করিয়া, ভূরি পরিমাণে ফললাভপ্রত্যাশায়, অশেষবিধ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল, এবং চারা জন্মিলে পাছে বন্য জন্তুতে নষ্ট করিয়া যায়, এই আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া, অহোরাত্র ক্ষেত্রের

রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বহু দিন অতীত হইল, তথাপি অঙ্কুর নির্গত হইল না দেখিয়া, অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত সে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন শস্যের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অঙ্কুর পর্য্যন্ত অবলোকিত হইল না, তখন তাহারা, প্রতারিত হইয়াছি বলিয়া, নিশ্চিত বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখন আমরা ইয়ুরোপীয় লোকের সহিত ব্যবহার, বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য, করিব না।

বিস্তর লাভ হওয়াতে, ফরাসি বণিকের বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই চাতুরীর পর আর মিশৌরী যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে অশেষবিধ দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, আপন ব্যবসায়ের অংশীকে তথায় প্রেরণ করিলেন; কহিয়া দিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এই চাতুরী করিয়া আসিয়াছি, সাবধান, যেন তাহারা তোমাকে আমার অংশী বা আত্মীয় বলিয়া জানিতে না পারে।

অংশীর এই উপদেশ লইয়া, সে ব্যক্তি মিশৌরীতে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য লোকেরা আনীত দ্রব্য দর্শনার্থ যাতায়াত করিতে লাগিল। ফরাসি বণিক্ পরিচয় প্রদান বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছিলেন; কিন্তু তত্রত্য লোকেরা কোন প্রকারে বুঝিতে পারিল, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিয়া গিয়াছে, এ তাহার প্রেরিত

ও আত্মীয়; কিন্তু তাঁহার নিকট কোন কথাই ব্যক্ত না করিয়া, কতিপয় দিবস ভাব গোপন করিয়া রহিল। তাহারা গ্রামের মধ্য স্থলে এক স্থান নিরূপণ করিয়া দিলে, বণিক্ সমুদায় দ্রব্য তথায় আনয়ন করিলেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে প্রতারিত হইয়াছিল, তাহারা আপনাদিগের অধিপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, এক কালে দলবদ্ধ হইয়া, ফরাসি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল, এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সমুদায় দ্রব্য বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া, স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তিনি কিয়ৎ ক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; পরিশেষে অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনকার প্রজারা অতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে; বিনিময়ে কোন দ্রব্য না দিয়া, আমার সমস্ত বস্তু বলপূর্ব্বক উঠাইয়া আনিয়াছে; আপনি তাহাদের সমুচিত শাসন করুন, এবং আমাকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইয়া দেন।

এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিপতি গভীর ভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব; কিন্তু কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। এক জন ফরাসি বণিক্ আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিয়া বারুদ বপন করাইয়াছে; শস্য জন্মিলেই, ঐ বারুদ লইয়া, তাহারা মৃগয়া করিতে আরম্ভ করিবে; সেই মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুর চর্ম্ম তোমাকে, তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে, দেওয়াইব।

বণিক্ অধিপতির এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, আমাদের দেশে বারুদ বপন করিলে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত নহে; সুতরাং আপনকার প্রজারা যে বারুদ বপন করিয়াছে, তাহাতে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাপ্য প্রদাপনের অন্য কোন উপায় করুন। যে ব্যক্তি এ দেশে বারুদ বপনের পরামর্শ দিয়াছিল, সে ভদ্র লোক নহে, আপনকার প্রজাদিগের সহিত চাতুরী করিয়া গিয়াছে। আমি নিরপরাধ, অন্যের অপরাধে আমার দণ্ড করা বিধেয় নহে।

এই কথা শুনিয়া, অধিপতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া এই মাত্র উত্তর দিলেন, যদি তুমি আপন মঙ্গল চাও, অবিলম্বে আমার অধিকার হইতে প্রস্থান কর। ফরাসি বণিক্ বিষণ্ণ হইয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সে বার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এ বার অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চিরকালের জন্যে এরূপ এক লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতি শিক্ষা পাইলাম।

পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা।

পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে লিয়নিডাস নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার খিলোনিস নামে এক সর্ব্বগুণসম্পন্না তনয়া ছিল। ঐ নগরে ক্লিয়-ম্ব্রোটস নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লিয়নিডাস তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এই কন্যা পিতা ও পতি উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন যে আবশ্যক হইলে তাঁহাদের জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; এবং তাঁহারাও উভয়ে তাঁহার রমণীয় গুণগ্রাম দর্শনে সাতিশয় প্রীত ছিলেন এবং তাঁহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ক্লিয়ম্ব্রোটস শ্বশুরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে, চক্রান্ত করিলেন। লিয়-নিডাস চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, এবং জামাতার অভিসন্ধি কত দূর পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চিত সংবাদ জানিতে না পারিয়া, প্রাণবিনাশশঙ্কায় এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি-লেন। পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এই রীতি ছিল, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিত, সে উৎকট অপরাধ করিলেও, যত ক্ষণ দেবালয়ের সীমার মধ্যে থাকিত, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না।

খিলোনিস, পিতার এই অতর্কিত বিপৎপাতের বিষয়

সবিশেষ অবগত হইয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং পতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, কেন তুমি এরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে অধর্ম্ম, অপযশ ও পরিণামে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব ক্ষান্ত হও, এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর; যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, আমি তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব, আমি জীবিত থাকিয়া পিতার দুরবস্থা দর্শন করিতে পারিব না।

এই বলিয়া, পতির চরণে পতিত হইয়া, খিলোনিস অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ক্লিয়ম্ব্রোটস্, দুরাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যবশতঃ রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, কহিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ, তুমি আমার প্রেয়সী তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। তুমি স্ত্রীজাতি, রাজনীতির মর্ম্ম কি বুঝিবে; এরূপ বিষয়ে তোমার হস্তার্পণ করা উচিত নহে। খিলোনিস, এই রূপে হতাদর হইয়া, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পিতার নিমিত্ত নিতান্ত আকুলচিত্ত হইয়া, স্বামিসহবাসসুখে বিসর্জন দিয়া, তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সেই অবস্থায় পিতাকে যত দূর সুখে ও সচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায়, তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তদীয় সান্ত্বনাবাদ ও পরিচর্য্যা দ্বারা লিয়নিডাসের দুঃখ ও শোকের অনেক লাঘব হইয়াছিল।

কিয়ৎ দিন পরে, লিয়নিডাসের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইল। তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তদ্দর্শনে খিলোনিস্ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, পতিগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পতির অগোচরে ও অসম্মতিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার নিকট যে অপরাধিনী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি, তদীয় বিনয় ও আত্মীয়বর্গের অনুরোধের বশীভূত হইয়া, অবশেষে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

জামাতা যে তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লিয়নিডাস্ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি বৈরনির্যাতনে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ক্লিয়ম্বোটসকে প্রাণবিনাশশঙ্কায় দেবালয়ের আশ্রয় লইতে হইল। তদ্দর্শনে খিলোনিস্ শোকাকুল হইয়া, দুই শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে লইয়া, পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সমদুঃখভাগিনী হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, লিয়নিডাস, কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার তনয়া, ধূলীধূসরিত কলেবরে স্বামীর পার্শ্ব দেশে আসীন হইয়া, বিষণ্ন বদনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার দুটি শিশু সন্তান, জননীর বিষাদ ও রোদন দর্শনে, নিতান্ত আকুল হইয়া, বিরস বদনে ও নিস্পন্দ নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

যত গুলি লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এই ব্যাপার দর্শনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অনেকেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, এবং সকলেই, রাজকন্যার পতিপরায়ণতা গুণের একশেষ দর্শনে মোহিত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লিয়নিডাস জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মন্, আমি যে তোরে কন্যাদান করিয়াছিলাম, তাহাতেই শ্লাঘা জ্ঞান করিয়া তোর চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তুই এমনই দুরাশয়, যে দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া আমার নির্ব্বাসন ও রাজ্যাপহরণে উদ্যত হইয়াছিলি। এক্ষণে তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

ক্লিয়ম্ব্রোটস বাস্তবিক অপরাধী, এজন্য শ্বশুরের তিরস্কারবাক্য শ্রবণে, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না।

অনন্তর লিয়নিডাস, স্বীয় তনয়াকে সম্বোধন ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎসে, তুমি আমার আবাসে চল, এই নরাধমের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া বিলাপ, পরিতাপ ও ক্লেশ ভোগ করিতেছ কেন। তখন খিলোনিস্ কহিলেন, তাত, আপনি আমাকে যে শোকে আকুল দেখিতেছেন, আমার স্বামীর দুরবস্থা তাহার আদি কারণ নহে; ইতিপূর্ব্বে আপনকার যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, সেই অবধি উহার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই অবধি এ পর্য্যন্ত

আমার সহচর হইয়া রহিয়াছে। আপনি বিপক্ষ জয় করিয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে মহোৎসবের এক প্রধান কারণ বটে; কিন্তু আপনি আমাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার সহচরী হইয়া আমায় যাবজ্জীবন কাল হরণ করিতে হইবেক, যখন সে ব্যক্তি আপনকার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, এবং অবশেষে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবেক তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি কি রূপে উৎসবে কাল হরণ করিতে পারি; যদি আমার প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে এবং আমারে চিরদুঃখিনী করা অভিপ্রেত না হয়, কৃপা করিয়া উঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কন্যার এই প্রার্থনা শুনিয়া, লিয়নিডাস কহিলেন, বৎসে, আমি তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি, এবং তোমার অনুরোধে সকল কর্ম্ম করিতে পারি; কিন্তু এই দুরাত্মা আমার যেরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখনই উহার উপর অক্রোধ হইতে পারিব না; বোধ হয়, উহার শোণিত দর্শন না করিলে আমার কোপশান্তি হইবেক না। তখন খিলোনিস্ কহিলেন, তাত, আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি জীবিত থাকিয়া কখনই উহার প্রাণদণ্ড অবলোকন করিতে পারিব না; যখন উঁহার প্রাণবধ অবধারিত জানিতে পারিব, তখন অগ্রে আমি আত্মঘাতিনী হইব। যাহা হউক, যখন উনি আপনকার

বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি উঁহারে অতিশয় দুরাচার ও অধার্ম্মিক বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমি উঁহারে আর সেরূপ বোধ করিতেছি না; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, রাজ্যভোগ মনুষ্যের এত প্রধান ও প্রার্থনীয় বিষয় যে তাহার জন্যে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, ন্যায় অন্যায় বিচার ও হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। আপনি যে রাজ্যভোগের নিমিত্ত তনয়াকে অনাথা ও চিরদুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উনিও সেই রাজ্যভোগের লোভে আক্রান্ত হইয়া তাদৃশ অসদাচরণে দূষিত হইয়াছিলেন।

এই বলিয়া খিলোনিস, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত হতভাগা ও পাপীয়সী ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই; পিতা ও পতির নিকট যেরূপ অবমানিত হইলাম, তাহাতে আর আমার প্রাণধারণে কোন ফল নাই; পিতা ও পতি উভয়েই যাহার পক্ষে সমান বিগুণ, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা; এই দণ্ডে আমার প্রাণত্যাগ হইলে সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। এই বলিয়া, স্বামীর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া, খিলোনিস অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লিয়নিডাস পূর্ব্বাপর সমুদায় শ্রবণ ও অবলোকন করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর

সন্নিহিত আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, ক্লিয়ম্ব্রো-টসকে কহিলেন, অরে নরাধম, আমি কেবল কন্যার অনুরোধে তোর প্রাণবধে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু তোরে আমার অধিকারে থাকিতে দিব না; আমি আদেশ দিতেছি, তুই এই দণ্ডে স্পার্টা হইতে প্রস্থান কর্। অনন্তর, তিনি তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে, আমি কেবল তোমার অনুরোধে উহার প্রাণবধ করিলাম না, এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আবাসে আইস, তোমারে উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না। এই বিষয়ে আমি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে তোমার আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে।

লিয়নিডাসের অনুরোধ ফলদায়ক হইল না। ক্লিয়ম্ব্রো-টস উত্থিত ও দণ্ডায়মান হইলে, খিলোনিস জ্যেষ্ঠ সন্তান-টিকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কনিষ্ঠটিকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, পিতার চরণবন্দনা পূর্ব্বক, পতিসমভি-ব্যাহারে নির্ব্বাসনে প্রস্থান করিলেন।

নৃশংসতা ও অপত্যস্নেহের একশেষ।

আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলিনামক জনপদে সান্‌ফরনাণ্ডো নামে এক নগর আছে। ষাটি বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায় স্পেনদেশীয় মিসনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ মহোদয়ের এই ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশু সন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া, দাসের ন্যায়, সজাতীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।

একদা, তিনি ঐ উদ্দেশে জলপথে প্রস্থান করিলেন; এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, নৌকাবন্ধনের আদেশ দিলেন, ভৃত্যদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া, শিশুসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই নৌকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদীয় ভৃত্যেরা, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে এক কুটীর দেখিতে পাইল। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা দর্শনে, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, দেখিল, এক নারী আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুটি শিশু সন্তান সমীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ নারী দর্শনমাত্র তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সন্তানদ্বিতয় লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রধারী মিসনরিভৃত্যেরা তাহার পশ্চাৎ ধাব-

মান হইল। একে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার ক্রোড়ে দুই সন্তান, সুতরাং পলায়ন দ্বারা সেই অনুসরণকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। সে কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই ধৃত ও সন্তানদ্বয় সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক নদীতীরে নীত হইল। মিসনরি মহোদয়, নৌকায় অবস্থিত হইয়া, উৎসুক চিত্তে, স্বীয় ভৃত্যদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে শিশুদ্বয় সমভিব্যাহারে সমাগত দেখিয়া, প্রীত মনে ও প্রফুল্ল বদনে তাহাদিগকে প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই স্ত্রীর স্বামী ও তাহার দুই তিনটি অধিকবয়স্ক সন্তান মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিল; তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এবং হয় ত আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে না, এই শোকে কাতর হইয়া, সে আর্ত্তনাদ, রোদন ও নৌকারোহণে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মিসনরি মহোদয় স্বীয় ভৃত্যদিগকে এই আদেশ দিলেন, উহারে বলপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাও। তদনুসারে, তাহারা বলপ্রদর্শন আরম্ভ করিলে, সেই স্ত্রীলোক নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া বাধা দানে বিরত হইল। যদি সে অতঃপরও নৌকারোহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ উহার প্রাণ বধ করিয়া, দুই শিশুকে নৌকায় লইয়া যাইত।

অবশেষে, সেই হতভাগা স্ত্রী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত ও মিসনরির আশ্রমে নীত হইল। স্থলপথে গেলে অনায়াসে পথ চিনিতে পারা যায়, সুতরাং সে পলাইয়া পুনরায় আপন আলয়ে আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় মিসনরি মহোদয় উহাদিগকে জলপথে লইয়া গেলেন। স্বামী ও অবশিষ্ট সন্তানদিগের অদর্শনে, সেই স্ত্রীর অন্তঃকরণে অতি প্রবল শোকানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সে আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক, উন্মত্তার ন্যায় কালক্ষেপ করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে, দুই সন্তান লইয়া, আপন আবাস উদ্দেশে পলায়ন করিতে, লাগিল। এবং সতর্ক মিসনরিভৃত্যেরাও প্রতিবারেই তাহাকে ধরিয়া আশ্রমে আনিতে লাগিল।

অবশেষে, মিসনরি মহোদয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদীয় আদেশক্রমে তাঁহার ভৃত্যেরা এক দিন ঐ স্ত্রীকে নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিল। অনন্তর, তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, উহার পুত্রেরা এখানে থাকুক, উহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠান যাউক। তদনুসারে, সে একাকিনী আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত হইল। মিসনরিভৃত্যেরা, তদীয় হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক, তাহাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া ঐ আশ্রমে লইয়া চলিল। সেই স্ত্রী, আমায় কি অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিল, আমাকে আমার আবাস হইতে

অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে; অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে, আর আমি আবাসে আসিতে, এবং পতি দর্শন ও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে, পাইব না; এবং সেই জন্যই ইহারা আমায় এ রূপে স্থানান্তরিত করিতেছে।

এই সমস্ত ভাবিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া, সেই স্ত্রী হস্তের বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণ করিয়া নদীর অপর পারে চলিল। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ, অনেক দূর ভাসিয়া গিয়া, সে এক তীরবর্ত্তী গণ্ডশৈলের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। ঐ গণ্ডশৈল এই ঘটনা প্রযুক্ত অদ্যাপি মাতৃশৈল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক লুকাইয়া রহিল। তদ্দর্শনে নৌকাস্থিত মিসনরি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, সেই পর্ব্বতের নিকট নৌকা লাগাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৌকা সেই স্থানে লগ্ন হইলে, তদীয় আদেশক্রমে ভৃত্যেরা, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই স্ত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাহারা দেখিতে পাইল, সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, গণ্ডশৈলের পাদদেশে মৃতবৎ পতিত আছে। তখন তাহারা তাহাকে উঠাইয়া নৌকায় প্রত্যানয়ন ও যৎপরোনাস্তি প্রহারপূর্ব্বক, তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে লইয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল এবং জাবিতানামক স্থানস্থিত মিসনরিদিগের আশ্রমে লইয়া চলিল।

জাবিতায় নীত হইয়া, সেই স্ত্রী এক গৃহে রুদ্ধ রহিল। এই স্থান সানূফরনাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট,

মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ গভীর অরণ্য দ্বারা পরিবৃত ; সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তত্রত্য লোক-মাত্রের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। কেহ কখন স্থলপথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করে নাই। ফলতঃ, যাতায়াতের পক্ষে জলপথ ভিন্ন উপায়ান্তর পরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ, বর্ষাকাল, বর্ষাকালে এই প্রদেশে গগন-মণ্ডল নিরন্তর নিবিড় ঘনঘটায় আবৃত থাকে ; রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হয়, যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্মুখে থাকিলেও লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। এইরূপ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে, অতি দুঃসাহসিক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, স্থলপথে জাবিতা হইতে সান্ফরনাণ্ডো প্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না।

কিন্তু সুতবিরহবিধুরা জননীর পক্ষে এই সমস্ত প্রতি-বন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় হয় না। সেই হতভাগা স্ত্রী এই চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পুত্রেরা সান্ফর-নাণ্ডোতে রহিল, আমি তাহাদের বিরহে একাকিনী এখানে থাকিয়া কোন ক্রমেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না ; আর তাহারাও আমার অদর্শনে শোকাকুল হইয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিবেক ; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদের নিকটে যাইব, এবং যে রূপে পারি, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের পিতার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি আবাসে আসিয়া, আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কতই বিলাপ ও কতই পরিতাপ

করিতেছেন; আমরা অকস্মাৎ কোথায় গেলাম, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ কতই অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, হত-বুদ্ধি ও ম্রিয়মাণ হইয়া, যার পর নাই অসুখে ও দুর্ভাবনায় কাল হরণ করিতেছেন। পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অহোরাত্র হাহাকার করিতেছে।

সেই স্ত্রীর পলাইবার কোন আশঙ্কা নাই, এই ভাবিয়া, আশ্রমবাসীরা তাহার রক্ষণবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখে নাই; আর প্রহার ও দৃঢ় বন্ধন দ্বারা তাহার হস্ত-দ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, এজন্য আশ্রমের পরি-চারকেরা, কর্তৃপক্ষের অগোচরে, তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সেই স্ত্রী, পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইয়া, দন্ত দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া, সানফরনাণ্ডো উদ্দেশে প্রস্থান করিল, এবং চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে কুটীরে তাহার পুত্রদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উন্মত্তার ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই স্ত্রী যেরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধান করিয়াছিল, অসাধারণ বলবান্ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষেরাও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারে না। বর্ষা কালে,

তাদৃশ দুষ্প্রবেশ দুরতিক্রম হিংস্রজন্তুপরিবৃত অরণ্য অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রহারে ও অনাহারে সে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিল; বর্ষার প্রাবল্য প্রযুক্ত জলপ্লাবন হওয়াতে, সেই অরণ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে সন্তরণ দ্বারা বহুসংখ্যক নদীও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই চারি দিন কি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলি, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিয়াছিল, অত্যন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তি বোধ হইলে, অন্য কোন আহার না পাইয়া, যে সকল বৃহৎ কাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতাম।

অপত্যস্নেহের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!!!

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, আশ্রমবাসীরা সেই স্ত্রীকে প্রত্যাগতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, তাহাকে আশ্রমের অধ্যক্ষ মিসনরি মহোদয়ের নিকটে লইয়া গেল। তিনি দেখিয়া, অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কি জন্যে ও কি রূপে সে এই স্থানে উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিসনরি মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইল না। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অধিকতরদূরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন; মিসনরিভৃত্যদিগের নির্দ্দয় প্রহার ও অরণ্যে কণ্টকাবৃত স্থান অতিক্রম দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার শোষণের নিমিত্তও

ঐ পাপীয়সীকে, দুই চারি দিন, সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

অরুনোকো নদীতীরে মিসনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, সেই হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল; আর, যে পুত্রদিগের স্নেহের বশীভূত হইয়া এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, এক বার এক ক্ষণের জন্যেও, তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না। এই আশ্রমে নীত হইয়া, সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং এক বারেই আহার ত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণ ত্যাগ করিল।

দয়াশীল ও ন্যায়বান্ রাজা।

জর্ম্মনির সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের এই রীতি ছিল, তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাজধানীর উপশল্যে একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। একদা, এক দীন বালক, তাঁহ[illegible] সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে সাহসী হইয়া, সহসা তাঁহার সম্[illegible]খ উপস্থিত হইল। সে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া চিনি[illegible] না, এক জন সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া, অশ্[illegible] লোচনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয়, আপনি কৃ[illegible] করিয়া আমাকে কিছু ভিক্ষা দেন। সম্রাট্ অত্যন্ত দয়ালুস্ব[illegible]ব, এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার

অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তোমার আকার প্রকার ও প্রার্থনা-প্রণালী দ্বারা আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি অতি অল্প দিন ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র, বালক কহিল, মহাশয়, আমি ইহার পূর্ব্বে কখন কাহার নিকট ভিক্ষা করি নাই; আমাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ও বিপদ্ ঘটিয়াছে, এজন্য আজি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অল্প দিন হইল, আমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, আমাদের কেহ সহায় নাই, এবং নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই; আমরা দুই সহোদর, আমি জ্যেষ্ঠ; আমাদের জননী আছেন, তিনিও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার জননীর চিকিৎসা করিতেছেন। বালক কহিল, মহাশয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছেন; চিকিৎসককে দিতে, অথবা চিকিৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিনিতে, পারি, আমাদের এমন সঙ্গতি নাই; এবং সেই জন্যই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

দীন বালকের মুখে দুরবস্থা বর্ণন শ্রবণ করিয়া, সম্রাটের হৃদয় প্রভূত কারুণ্যরসে উচ্ছলিত হইল; তিনি, শোকপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই বালকের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন, এবং তাহার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি সত্বর তোমার জননীর নিমিত্ত চিকিৎসক লইয়া যাও, কোন খানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও

না। বালক মুদ্রালাভে প্রফুল্ল হইয়া, চিকিৎসক আনিবার নিমিত্ত, দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, সম্রাট্, অন্বেষণ করিতে করিতে, সেই বালকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, বালক যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল, তাহাদের দুরবস্থা তদপেক্ষা অনেক অধিক; পরে দেখিলেন, বালকের জননী শয্যাগত আছেন, আর একটি শিশু সন্তান, নিতান্ত অশান্ত হইয়া, তাহার পার্শ্বে রোদন ও উৎপাত করিতেছে। তিনি, তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া আপন পরিচয় দিলেন এবং অত্যন্ত সদয় ভাবে মৃদু বচনে তাহার পীড়ার সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদীয় সদয় ভাব ও কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী কহিল, মহাশয়, কয়েক দিবস অবধি আমার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি পীড়া অপেক্ষা দুরবস্থায় অধিক অভিভূত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আপনকার নিকট কি পরিচয় দিব। অল্প দিন হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; যাহা কিছু সংস্থান ছিল, অমুক বণিক্ দেউলিয়া হওয়াতে, সমস্ত লোপ পাইয়াছে; আমার দুটি সন্তান, দুটিই শিশু, উহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় নাই; বিশেষতঃ, আমার উৎকট রোগ জন্মিয়াছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং ত্বরায় আমার প্রাণত্যাগ হইবেক; তখন এই দুই হতভাগ্যের

কি দশা ঘটিবেক, সেই ভাবনায় আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি; বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল, সে আমার চিকিৎসার নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে গিয়াছে।

এই অনাথ পরিবারের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট্ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং বাষ্পবারিপরিপুরিত নয়নে কহিলেন, তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার এ দুরবস্থা অধিক দিন থাকিবেক না, ত্বরায় তোমার রোগ-শান্তি ও দুঃখশান্তি হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুমি আমাকে একখণ্ড কাগজ দাও, তোমার অবস্থানুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছি। অন্য কাগজ ছিল না, এজন্য সেই স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পড়িবার পুস্তকের প্রান্ত-ভাগে যে কাগজ ছিল, তাহাই ছিন্ন করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। তিনি লিখন সমাপন করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, এবং, আমি যে ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, উহাতেই তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবে, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ নির্গত হইবার অব্যবহিত পর ক্ষণেই, তাহার পুত্র চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, জননীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, মা, তুমি আর ভাবনা করিও না, আমি টাকা পাইয়াছি ও চিকিৎসক আনিয়াছি। পুত্রের আহ্লাদ দর্শনে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল,

বৎস, তোমার যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হই-তেছে, তুমি অতিশয় মাতৃবৎসল; জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ্ করুন। এই বলিয়া, কহিল, আর চিকিৎসক না হইলেও চলিত; ইতিপূর্ব্বে এক জন আসিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া ঐ টেবিলের উপর রাখিয়াছেন; আমাকে অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়া, এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

এই কথা শুনিয়া, পুত্রের আনীত চিকিৎসক সেই স্ত্রীকে কহিলেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, দেখি। স্ত্রী কহিল, আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি সচ্ছন্দে দেখুন। তখন তিনি সেই কাগজ হস্তে লইয়া, সম্রাটের স্বাক্ষর দর্শনে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, আজি তোমার কি সৌভাগ্যের দিন বলিতে পারি না; আমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তিনি অন্যবিধ চিকিৎসক; তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমার সেরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই; তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা তোমার যেরূপ উপকার দর্শিবেক, আমার ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিক কি বলিব, আজি অবধি তোমার দুরবস্থার অবসান হইল; যিনি তোমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসক বা সামান্য ব্যক্তি নহেন; উনি জর্ম্মনির সম্রাট্ পরম দয়ালু দ্বিতীয় জোজেফ; তিনি তোমার দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, এই

কাগজে তোমাকে অনেক টাকা দিবার অনুমতি লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র, সেই স্ত্রীর ও তাহার পুত্রের অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না। তাহারা উভয়েই, সম্রাটের দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে, জগদীশ্বরের নিকট, তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আনুকূল্য লাভ করিয়া সেই স্ত্রী ত্বরায় রোগমুক্ত হইল, এবং সুখে ও সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আর এক দিন, সম্রাট্ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, এক দীন বালিকা সেই পথ দিয়া আপনার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে সম্রাট্কে চিনিত না, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সম্মুখ দিয়া, অকুতোভয়ে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে, সদয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে, কি জন্য তোমায় বিবর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিতেছি, বল।

এই সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালিকা দণ্ডায়মান হইল, এবং কহিতে লাগিল, মহাশয়, কিছু দিন হইল আমি পিতৃহীন হইয়াছি, আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে

দিনপাত হওয়া কঠিন; আমার জননী অসুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পথ্য ও ঔষধের নিমিত্ত আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে আমার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছি; আমার আর বস্ত্র নাই; আজি ইহা বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ চলিবে, কালি কি উপায় হইবেক এই ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি; বোধ হয়, পথ্য ও ঔষধের অসদ্ভাবে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

এই বলিবামাত্র সেই বালিকার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, অনন্তর শোকসংবরণ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়, যদি এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচার থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না; আমার পিতা বহু কাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ ন্যায়বান্ হইলে, তিনি সবিশেষ পুরস্কার পাইতে পারিতেন; পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, যখন তিনি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন আর সম্রাট্ তাঁহার কোন সংবাদ লইলেন না; তিনি অর্থাভাবে শেষ দশায় অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্রাট্ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে কহিলেন, তুমি সম্রাটের উপর যে দোষারোপ করিতেছ, তাহা বোধ হয়

বিচারসিদ্ধ নহে, তাঁহার উপর তোমাদের যে দাওয়া আছে, হয় ত তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই; তাঁহাকে রাজশাসনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হয়; তোমার পিতার দুরবস্থার বিষয় তাঁহার গোচর হইলে, অবশ্যই তিনি সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে, তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনাপত্র প্রদান কর।

এই কথা শুনিয়া বালিকা কহিল, মহাশয়, আপনি প্রার্থনাপত্র প্রদানের পরামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই; আমাদের কেহ সহায় নাই, দুঃখীর পক্ষে অনুকূল হইয়া কথা কহে, এমন লোক দেখিতে পাই না; যদি আমাদের সম্পত্তি থাকিত, অনেকে আমাদের আত্মীয় হইত ও সহায়তা করিত; আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচর হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তখন সম্রাট্ কহিলেন, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, সম্রাটের নিকট আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তোমাদের সহায়তা করিব; আর বোধ করি, যাহাতে তোমাদের পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, আমি তাহা করিতে পারিব।

ইহা কহিয়া, তিনি সেই বালিকার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার বস্ত্র বিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই, গৃহে গমন কর; আর, তুমি দুই দিবস

পরে রাজবাটীতে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বিষয়ে চেষ্টা দেখিব, এবং কত দূর করিতে পারি, তাহা তোমাকে জানাইব; তুমি ঐ দিন অবশ্য আমার নিকট যাইবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না। এই বলিয়া, তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, এবং তাহাকে আশ্বাসিত হইতে কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালিকা, তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল, এবং আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল; পরে, তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গৃহপ্রতিগমনপূর্ব্বক, আপন জননীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল।

সম্রাট্, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই, উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বেই জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা কহিয়াছিল, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। বালিকা ও তাহার জননী যে অকারণে এত দিন কষ্ট ভোগ করিতেছে, এবং তাহার পিতাও যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এজন্য তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের উভয়কে রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই বালিকার পিতা যত বেতন পাইতেন, তৎসমান পেন্‌সন্ প্রদানের আদেশ দিয়া, তিনি

তাহাদিগকে বিনীত ভাবে কহিলেন, যথাকালে পেন্‌সন্ না পাওয়াতে, তোমাদিগকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক তোমাদিগকে ক্লেশ দি নাই। যদি তোমাদের পরিচিতের মধ্যে কাহারও পক্ষে কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে, এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহাদিগকে আমায় জানাইতে কহিবে।

এই বলিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং তদবধি এই নিয়ম করিলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে তিনি সপ্তাহের মধ্যে অমুক দিন প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং যাঁহার যে প্রার্থনা বা অভিযোগ থাকে, তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।